রেজিষ্টার্ড নং ৭৭৭ RegisteredNo.77. রেজিষ্টনং৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮৷৷, ডাক মাশুল ১৷৷০, ষাণ্মাসিক ৪৸, ডাকমাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ২, ডাক মাশুল ৷৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০ টাকা প্রতি খণ্ড ৷৵। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ৷০ আনা।

১০ম ভাগ { কলিকাতাঃ— ২২এ আষাঢ়—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইঃ ৫ই জুলাই১৮৭৭ খৃঃঅব্দ } ২১ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

জুলজিকেল গার্ডেন।

আলিপুর

রাজকীয় প্রাণীবাটিকা উদ্যান

প্রবেশের নিয়ম।

সোমবার.....৷০

মঙ্গলবার.....।০

বুধবার.....কেবল মেম্বর এবং দাতব্যকারী ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারিবেন।

বৃহস্পতিবার.....।০

শুক্র বার..... ।০

শনি বার..... /০

রবি বার..... ৷৷০

সিজেন টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ জুন পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল বারে প্রবেশ করিবার টীকেট।

কেবল টীকেট গৃহীতা গাড়ী, ঘোড়ায় চড়িয়া বা হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাকা

কেবল টীকেট গৃহীতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ যাঁহারা এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার যাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য রক্ষিত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও ঠিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা। ঘোড়া প্রতি ।০ আনা এবং পালকি প্রতি ৷৷০ আনা অতিরিক্ত ফিঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তিরা ফ্রি অর্থাৎ ফিঃ ব্যতীত এবং অপর সাধারণ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসরবোট অর্থাৎ বিলাস তরণীর ভাড়া প্রতি বার এক টাকা মং ২।

ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারাদি করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে।

মেম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যকারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ সপরিবারে গাড়ি নিয়া ফ্রি অর্থাৎ ফিঃ ব্যতীত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin
Hon. Secretary.

কেতাবের দোকান। কেতাবের দোকান।
কেতাবের দোকান!

৫৩ নং পুরাতন চিনা বাজারের মোড়ে শ্রীযুক্ত রাম, মুখোপাধ্যায়ের দোকানে পত্র লিখিলে অনেক রকম স্কুলের কেতাব ও নাটক পাইবেন।

মার্শমেন সাহেবের বা কেরি সাহেবের কৃত ডিক্সনারি।

১ম ভলম। বাঙ্গলা হইতে ইংরাজি তরজামা করিবার নিমিত্ত মুল্য ৩ টাকা বাদ কমিসন ৷৷০ ডাকমাশুল ৷৵০ আনা। ২য় ভলম। ইংরাজি হইতে বাঙ্গলা (বড় কেতাব) মানে দেখিবার জন্য মুল্য ৩ টাকা বাদ কমিসন ৷৷৵০ ডাকমাশুল ৷৵০। একত্রে দুই ভলম লইলে ডাক মাশুল ১৵০ আনা লাগিবেক।

আগামী শ্রাবণ মাস হইতে ভারতী নামে সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি নানাবিষয়িণী এক খানি মাসিক সমালোচনী পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। এখনকার সুপ্রসিদ্ধ লেখকের মধ্যে অনেকে এই পত্রিকার সাহায্য করিবেন। ইহার কলেবর রয়েল ৮ পেজি ৫ ফর্ম্মা। মূল্য বার্ষিক ৩ তিন টাকা। বিদেশে বার্ষিক ৷৵ ছয় আনা ডাকমাশুল লাগিবে। ইহা প্রতি মাসের ১৫ই প্রকাশ হইবে। যাহারা ইহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন তাঁহারা ঘোড়াসাঁকো দ্বারিকানাথ ঠাকুরের লেন ৬নং বাটিতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের নামে পত্র লিখিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

FIRST STEP IN BOTANY.

Being an Introductory Treatise on the Vegetation of Bengal.

BY GEORGE WATT, M. B. C. M. F. L. S.
Professor, Hoogly College.

Translated into Bengali by Baboo Dwarkanath Chatterjee, Hoogly Collegiate School.

Illustrated by two hundred and ninety woodcuts of Familiar Plants.

One Rupee

Publishers

W Newman & Co., 3 Dalhousie Sqare
Calcutta.

অর্শ রোগের পরীক্ষিত অব্যর্থ মহৌষধ।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের অনুমোদিত।

অর্শ, অল্প এবং অধিক দিবসের ১১ এবং ২২ দিবস কাল সেবনে আরোগ্য হইতেছে।

১১ এবং ২২ দিবসে ঔষধের মূল্য ১৷/৫ ও ২৷/৫ আনা। মাসুলাদি /১০। দরিদ্র লোক সকল উপস্থিত হইয়া আবেদন করিলে প্রতি সোমবার বিনা মুল্যে ঔষধ দেওয়া হইবে।

জ্বরের পরীক্ষিত মহৌষধ!!!

এই মহৌষধে পুরাতন, প্লীহা, পালা জকৃত ও কুইনাইন ঘটিত যত রকম জ্বর আছে দুই সপ্তাহ কাল ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হইতেছে।

প্রতি সপ্তাহের মুল্য ১৷৷০ মাসুলাদি ৵০

শ্রীকরাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪৮ মলঙ্গা লেন গুড়ের মার
আড়া বহুবাজার কলিকাতা।

রামায়ণ রামায়ণ!! রামায়ণ!!!

বাল্মিকি রামায়ণ জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বিনোদ বেহারি গোস্বামি কর্ত্তৃক অনুবাদিত ৭১ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৵০ আনার হিঃ। যাহার আবশ্যক হইবে ১০৬ নং রাধাবাজারের দোকানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন

রামধন নাগ কোং।

সুলভ সুলভ। অতিসুলভ!!

আমরা বিলাত হইতে অত্যুত্তম বিরিচ্ লোডার, মজেল লোডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, ৫ নাগাদ ২০ নলি রিভলবার, বারুদ, ক্যাপ, টোটা ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম অতি সুলভ মুল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন আর বন্দুকাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি সুলভ মুল্যে ও সুচারু রূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্ বিশ্বাস কোং
নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিণ
কলিকাতা।

শ্রী রাম লাল দত্ত

ঘড়ি, সোনার চেইন, ইয়ারিং, বাজাবাকশ, হিরা পান্না ও চুনির অঙ্গরী প্রভৃতি বিক্রেতা।

নং ১৪৩। ১৪৪ রাধাবাজার।

এখানে সর্ব্ব প্রকার ক্লক, ওয়াচ ঘড়ি, টাইমপিশ জেমশমেকেরের সোণার, রূপার এবং জেমশমরের এবং অন্য ২ মেকারের ওয়াচ ক্লক চেইন এবং বাজা বাকশ ইংরাজি গহনা ইত্যাদি হোলশেল এবং রিটেল অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় এবং মেরামত হয়।

এখানে ওয়াচ ঘড়ি এবং ক্লক ১০টাকার মূল্যের অবধি ৫০০ টাকার পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

"ডাক্তার জি হায়াসা এম ডী"

বিখ্যাত ডাক্তার ভন গ্রায়াইফের ছাত্র, সকল প্রকার চক্ষু রোগের চিকিৎসক। ৩ নং চৌরিঙ্গি লেনের বাটিতে প্রাতে ৯টা নাগাত ১০৷৷টা ও বৈকালে ৩টা নাগাত ৫টা পর্য্যন্ত চিকিৎসার সময়। যাঁহারা অসমর্থ তাহাদিগকে এস্ প্লানেড রো ১১নম্বর বাটীতে প্রাতঃকালে সাড়ে সাতটা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত দেখিবার সময়।

TIMBER CONTRACTS.

The undersigned is prepared to receive applications for the supply of over 900 cubic feet of Sal timber on the Rungpore Kurigram Road in the District of Rungpore. Most of the timber to be in planks 6 to 12 feet in length into 6 inches into 2½ inches. Further particulars and specification may be obtained at the office of.

Rungpore
The 29th May
1877.

James Robinson
District Engineer
Rungpore

পাণ্ডব-চরিত কাব্য:

ছন্দঃ কুসুমের সাহিত্য স্বরূপ।

ইহাতে বিবিধ সংস্কৃত ছন্দঃ সাধুভাষায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। লেখা সরল এবং ললিত।

কলিকাতা সস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে ক্যানিং লাইব্রেরিতে এবং চীনাবাজারের শ্রীযুক্ত পদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে প্রাপ্তব্য।

মূল্য ৸০ আনা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

উদাসীন প্রাপ্ত অব্যর্থ ঔষধ।

শ্বেত, ভগন্দর বা অন্যান্য দূষিত নালি ঘা, কারবঙ্কেল অর্থাৎ পৃষ্ঠব্রণ ইত্যাদি, পালাজ্বর ও প্লীহাজ্বরের মহৌষধ শ্যামবাজার বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট ৭নং ভবনে সুলভ মুল্যে পাওয়া যায়। এই ঔষধ গাছ গাছড়া হইতে প্রস্তুত, ইহাতে পারদাদির কোন সংস্রব নাই।

নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলি ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট ষ্টানহোপ প্রেস ও ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরীতে বিক্রয় হয়।

১	Three years in Europe, 2nd. Ed.	মূল্য ১	মাশুল ৵০
২	ইউরোপে তিন বৎসর	৷৷০	।০
৩	বঙ্গ-বিজেতা, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত	১৷৷০	৵০
৪	মাধবী কঙ্কণ, " " (ছাপা প্রায় শেষ হইয়াছে)	১	৵০
৫	The Indian Pilgrim. (Poem) J.C. Dutta.	৷৷০	।০
৬	The Peasantry of Bengal.	২	৵০
৭	The Literature of Bengal	১	৵০

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান
প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা, ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ রাধক[illegible] বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভস্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাসুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া খণ্ডে২ প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মুল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্যপাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ, কর্ম্মাধ্যক্ষ্য।

উদ্ভিদ্বিদ্যার প্রথম সোপান।

অর্থাৎ

বঙ্গ দেশের উদ্ভিদ্ পরিচায়ক গ্রন্থ।

হুগলী কলেজের অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত জর্জ্জ ওয়াট এম, বি, সি, এম, এফ এল, এস, কৃত।

হুগলী কলেজিয়ট স্কুলের
বাবু দ্বারিকা নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

দুই শত নবতি চিত্র দ্বারা ব্যক্ত।

মূল্য ১ এক টাকা

কলিকাতা ৩ নং ডেলহৌসি স্কোয়ার ডবলিউ নিউম্যান এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সিন্‌কোণা জ্বরঘ্ন

ইহা গভর্ণমেণ্টের দ্বারা দার্জ্জিলিঙ্গে প্রস্তুত হইতেছে।

কুইনাইনের ন্যায় ইহা সামান্য এবং কম্প-জ্বরের চিকিৎসার সমান উপকারী ঔষধ। টিনে আঁটা এক পৌণ্ডের মূল্য ২০ টাকা ডাক খরচা ১ টাকা অতিরিক্ত লাগিবে। কলিকাতার সন্নিকটে হাবড়াস্থ বোটানিকেল গার্ডনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট মূল্য সহ আবেদন পত্র প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।—ভাঃ অঃ

DR. H. C. GANGOOLY'S
SPECIFIC PILLS.
(Infalliable cures.)

Gonœrhea and Gleet, chancre and other sores on the private parts and Lecorrhea (The whites.)

Each sort to be had in Boxes containing one dozen pills, price per box Rs. 2-8. with postage Rs 2, Ans. 12.

Generally no second box will be required. Directions for use accompany each box. To be had only at No. 7 Bagbazar Street Calcutta.

গোপাল ভাঁড়ের মহাভারত
আদিপর্ব্ব

মূল্য ।৵০ আনা, ডাকমাসুল ৵০। কালনায় আমার নিকট এবং কলিকাতা ফৌজদারী বালাখানায় ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে শ্রীযুক্ত বিনোদ লাল সেনগুপ্তের নিকট প্রাপ্য।

শ্রীবিহারি লাল বন্দ্যোপাধ্যায়
মেডিকেল হল কালনা।

পরমার্থ সঙ্গীতাবলী
অর্থাৎ

মহাত্মা ৺ তুলসী দাস ও মহাত্মা ৺ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও মহাত্মা ৺ দেওয়ান রঘুনাথ রায় এবং মহাত্মা ৺ গৌরমোহন রায় মহাশয় প্রভৃতি এদেশীয় ও পশ্চিম দেশীয় পূর্ব্বতন সিদ্ধ সাধকগণের বি[illegible] ভবানী বিষয়ক ও কৃষ্ণ বিষয়ক নানা রস শ্রিত ভাব পুর্ণ পরমার্থ সঙ্গীত মালা। জেলা [illegible] অন্তর্গত তাঁতিবন্দ গ্রাম নিবাসী রাজসাহীর [illegible] আদালতের উকীল বাবু যাদবচন্দ্র বাগছী মহাশয়ের সংগৃহীতা। যাহারা ঐপুস্তক গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা জেলা রাজসাহী বোয়ালিয়া হিন্দুরঞ্জিকা কার্য্যালয়ে আমার নামে মূল্য আট আনা ও ডাক মাশুল এক আনা মাত্র পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী।

মফঃস্বালের মূল্য প্রাপ্তি।

মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান	১০
শ্রীযুক্ত বাবু কাশি চন্দ্র সেন কাছড়	৫
মুন্সি খাসনুত আলি আহাম্মম গৌহাটী	১০
শ্রীযুক্ত বাবু গদাধর খাঁ মেদিনীপুর	১০
" " গোবিন্দ নারায়ণ রায় চৌধুরী গোবিন্দগঞ্জ রংপুর	১০
" " পূর্ণচন্দ্র রায় ময়মানসিং	১০
" " কেদার কিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা	১০
" " রাজ নারায়ণ দাস বালেশ্বর	১০
" " গোবিন্দ নাথ রায় চৌধুরী লক্ষ্মণপুর রংপুর	১০
" " করালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ক্যানড়ুয়া বরাকর	৫
" " জীবন কৃষ্ণ দত্ত তেজপুর	১০
" " রাখালদাস সেন মুসুরী	[illegible]
" " উমেশ চন্দ্র দাঁ ভয়ালপুর	১০
মুন্সি গোলাম রব্বানি মহিপালপুর মগরা	১০
শ্রীযুক্ত বাবু রতিকান্ত ঘোষ যশোর	৩
" " স্বরূপ চন্দ্র দাস বাগডগরা রংপুর	১০
" " হরি সেবক মিত্র সাজেহানপুর	৫৷৷০
মুনন্সি হাফেজদ্দিন ফারাক্কাবাদ	১০
শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতী নাথ নিওগী জলপাইগুড়ি	১০
" " অভয় চরণ উকীল রংপুর	১০
" " জানকী নাথ সাহা ঢাকা	১০
মুন্সি কেদার বক্স গোরাখপুর	১০
শ্রীযুক্ত বাবু রাজ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী জঙ্গিপুর	৩।৵০
মুন্সি মনজুর আহম্মদ বর্দ্ধমান	৫
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী	১০
" " চন্দ্র কুমার বসু ঢাকা	[illegible]
" " মথুরানাথ সান্যাল তুরাগারাহিল ধুবড়ী	১[illegible]
মুন্সি নাজের মহম্মদ বেপারী গোয়ালপাড়া	১০
শ্রীক্ত বাবু লোকনাথ শর্ম্মা শিবসাগর আসাম	১০
" " উমানাথ চক্রবর্ত্তী সিমুলিয়া মানিকগঞ্জ	৫
" " বেনিমাধব সিং সিওল সারণ	১০
" " বামাচরণ মুখোপাধ্যায় মধুপুর কর্ড লাইন	১০
" " প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী ঐ ঐ	১০
" " উমাকান্ত গুহ নয়াদুমকা	৫
মুন্সি মহম্মদ আবদুল গোফার খাঁ হোসেনগঞ্জ মানভুম	৫৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু বেহারী লাল দত্ত আলিগড়	১০
" " গোপাল চন্দ্র রায় বহরমপুর	১০
মুন্সি অহেদ বক্স ঢাকা	৫
শ্রীযুক্ত বাবু শিশুরাম দাস হাসনাবাদ বশিরহাট	২০
" " কালি কুমার চক্রবর্ত্তী চট্টগ্রাম	১০
" " রাম কানাই পাল হাজরাপুর ঝিনেদহা	৪৷৷০
" " ভগবান চন্দ্র দেব ব্রাহ্মণ বাড়িয়া ত্রিপুরা	১০
" " রাম কমল রায় বাস্বাটি, সিরাজগঞ্জ	১০
" " রাজ কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাঁশী	১০
" " উমাচরণ সিংহ চট্টগ্রাম	১০
") শ্রীকৃষ্ণ নাথ বসু, চেঁয়া বহরমপুর	১০
" " গোবিন্দ রাম রায় চৌধুরী, গোহাটি	[illegible]
রাজা সাহেব ছত্র সিং বালুচর	১২
মুন্সি মহম্মদ আবদুল সোবান, সাথেদ বীরভুম	১০

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৪ সাল ২২শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার

ইডেন সাহেব ও বেহারের নীলকর।

ইডেন সাহেবের বিশ্বাস যে, বেহারে নীলকরদিগের দ্বারা যত অত্যাচার হয় তাহার প্রধান কারণ নীলকরেরা নহে। নীলকরেরা অধিক রাজস্বে বন্দোবস্ত করিয়া জমিদারদিগের নিকট হইতে জমিদারি লয়েন এবং শেষে প্রজা পীড়ন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে হয়। লেফটেনেন্ট গবর্ণর এই নিমিত্ত সংপ্রতি নীলকরদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন, ইঙ্গিত কেন, স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, নীলকরেরা এই রূপ অতিরিক্ত রাজস্ব প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া যেন ইজারা গ্রহণ না করেন।

লেফটেনেন্ট গবর্ণরের পত্রের দ্বিতীয় বিষয় এই যে, যদি উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে প্রজারা আপন ইচ্ছায় যত্নপূর্ব্বক নীল রোপণ করিবে এবং জমিদারেরা এই রূপ আপন ইচ্ছায় নীল রোপণ করিলে নীলকরদিগের ইজারা গ্রহণ করিতে হইবে না। তবে এই রূপ বন্দবস্তে একটী বাধা আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, বেহারের প্রজাদের ভূমির উপর এখন এক রূপ কোন স্বত্বই নাই। নীলকরেরা প্রজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে বন্দবস্ত করিলে জমিদারদিগের ক্ষতি হইবে, সুতরাং জমিদারেরা ইহার প্রতি নানা রূপ বাধা দেওয়ার যত্ন করিবে, এবং বেহারের প্রজাদের বর্ত্তমান যেরূপ অবস্থা তাহাতে তাহারা বাধা দিলে নীলকর সাহেবেরা সে বাধা অতিক্রম করিতে পারিবেন না। লেফটেনেন্ট গবর্ণরের বিশ্বাস যে, যদি কোন গতিকে বেহারের প্রজাদের প্রজাই স্বত্ব কিছু বৃদ্ধি করা যায়, অর্থাৎ জমিদারেরা এখন যেরূপ ইচ্ছা করিলে প্রজাদের নিকট হইতে জমি ছাড়াইয়া লইতে পারেন ও রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারেন জমিদারদিগের এরূপ অধিকারের ও ক্ষমতার কিছু খর্ব্ব হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তাবিত প্রণালীর দ্বারা সুচারুপূর্ব্বক কার্য্য হইবে। লেফটেনেন্ট গবর্ণরের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাতে তিনি এরূপ কোন আইন করিতে পারেন যাহাতে প্রজাদের স্বত্ব কিছু বৃদ্ধি হইতে পারে।

ইডেন সাহেব নীলকরদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই। তাঁহার বিশ্বাস যে, যদি জমিদারেরা এই রূপ উচ্চ হারে ইজারা না দেন তাহা হইলে নীলকরেরা প্রজাদিগকে এখন যে অর্থ প্রদান করেন তাহা অপেক্ষা অধিক প্রদান করিতে পারেন, অর্থাৎ ন্যায্য মত যে টাকা প্রজার গৃহে যাওয়া উচিত জমিদারদিগের অত্যাচারে নীলকরদিগের তাহা জমিদারদিগকে দিতে হয়, এবং জমিদারদিগকে মধ্যবর্ত্তী না করিয়া যদি নীলকরেরা সাক্ষাৎ ভাবে প্রজার সঙ্গে বন্দবস্ত করেন তাহা হইলে নীলকরগণের নিষ্পীড়নের হ্রাস হইবে।

ইজারা প্রণালী যে নীলকরগণের অত্যাচারের একটী প্রধান কারণ এবং নীলকরেরা যদি প্রজার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে বন্দবস্ত করেন ও প্রজাদিগকে নীল পাতের উপযুক্ত মুল্য দেন তাহা হইলে যে অত্যাচারের অনেক হ্রাস হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমাদের এই মত এবং আমরা ইংরাজি স্তম্ভে ইতি পূর্ব্বে যে প্রস্তাব লিখি তাহাতে কয়েকটী উদাহরণ দেখাই যে, যেখানে নীলকরগণ প্রজার নিকট হইতে এই রূপ উপযুক্ত মুল্যে নীলপাতা ক্রয় করিতেছেন সেই খানেই নীলের কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে। তবে লেপ্টেনেন্ট গবর্ণ[illegible] উপায় দ্বারা এই অত্যাচারের [illegible] তাহাতে [illegible] সঙ্গে সঙ্গে বেহারের জমিদারেরা উচ্ছিন্ন যান কি না, অথবা নীলকরদিগের অত্যাচার যেরূপ আছে সেই রূপ থাকিবে কেবল জমিদারগণ উচ্ছিন্ন যাইবেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

লেফটেনেন্ট গবর্ণর এই রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, নীলকরেরা যেন উচ্চ হারে ইজারা গ্রহণ না করেন। এই রূপ ইজারা গ্রহণ করিলে তাহাদের প্রজা নিষ্পীড়ন করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রকারান্তরে নীলকরদিগকে ইজারা না লইয়া সাক্ষাৎভাবে প্রজার সঙ্গে বন্দবস্ত করিবার উপদেশ দিয়াছেন, এবং এই নিমিত্ত তিনি আইন দ্বারা প্রজার অবস্থার উন্নতি করিবেন এরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় এটি বিশ্বাস করেন যে, যত দিন বেহারের জমিদারদিগের এরূপ পদ না হইবে যে, নীলকরেরা জমিদারি ইজারা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহা তাহারা নির্ব্বিঘ্নে অস্বীকার করিতে পারিবেন, যত দিন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা নীলকরের স্বার্থ রক্ষার যত্ন করা অন্যায় বিবেচনা না করিবেন, যত দিন জমিদরদিগের অর্থের অনাটন থাকিবে এবং কুঠিয়ালেরা কেবল অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত নীলের ব্যবসা করিবেন না কিন্তু প্রভুত্ব করাও তাহাদের ইচ্ছা থাকিবে, তত কাল তাঁহার ইচ্ছা মত কার্য্য হইবে না। এবং বেহারের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে জমিদার ও নীলকরদের এই রূপ প্রার্থনীয় অবস্থা যে কবে হইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না।

লেফটেনেন্ট গবর্ণর যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এই রূপ উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে তিনি যদি নীলকরদিগকে বাধ্য করেন তাহা হইলে হয় জমিদারেরা গোপনে এখনকার ন্যায় অতিরিক্ত টাকা লইয়া ইজারা দিবেন, অথবা নীককরেরা এখন যেরূপ অতিরিক্ত রাজস্ব প্রদান করেন তাহা দিতে স্বীকৃত না হইলে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়দের অনুরোধে জমিদারদিগের ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ইজারা দিতে হইবে। তবে যেখানে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের অনুরোধে এই রূপ অল্প রাজস্বে ইজারার বন্দবস্ত হইবে সেখানে নীলকরেরা এখন প্রজাদিগকে নীলপাতের যে মুল্য প্রদান করেন তাহার অধিক মুল্য প্রদান করিবেন ইডেন সাহেবের এই রূপ বিশ্বাস, কিন্তু কে জানে নীলকরেরা এখন যাহা জমিদারদিগকে প্রদান করেন তাহা তখন প্রজাদিগকে প্রদান করিবেন? স্বার্থই যদি মনুষ্যের একটি বলবৎ ধর্ম্ম হয় তাহা হইলে এ টাকা প্রজার গৃহে না গিয়া নীলকরের বাক্সে উঠিবার সম্ভাবনা। আবার লেঃ গবর্ণর যদি বেহারের প্রজাদের জমির স্বত্ব অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি করিয়া দেন তাহা হইলে প্রজাদের উপকার হয় কি কেবল জমিদারদিগের ক্ষতি হয় তাহাও বলা যায় না। অন্ততঃ যত দিন বেহারে নীলকরদিগের প্রভুত্ব থাকিবে তত দিন ইহা দ্বারা যে কি ফল ফলে সে বিষয়ে আমরা সন্দেহ করি। যখন বাঙ্গলায় নীলকরের অত্যাচার ছিল তখন বেহারের প্রজা অপেক্ষা বাঙ্গলার প্রজার অবস্থা ভাল ছিল। তখন নীলকরেরা অনেক বেএলাকায়ও ইচ্ছাপূর্ব্বক নীল বুনন ও ইচ্ছামত নীল পাতের মুল্য প্রদান করিতেন।

ফল লেঃ গবর্ণর নীলকরদিগের যে উপদেশ দিয়াছেন সেরূপ যদি কার্য্য হয় তাহা হইলে নীলকরদিগের অনেক অত্যাচার কমিবে। তবে তিনি বোধ হয় একটী ভ্রম করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে নীলকরেরা প্রজাদিগকে যাহা দিতে পারিত তাহা এখন তাহাদিগের জমিদারদিগকে দিতে হয়, অর্থাৎ প্রজার ধন জমিদার হরণ করেন। কিন্তু প্রজার ধন শুদ্ধ জমিদার হরণ করেন না, নীলকরেরাও হরণ করিয়া থাকেন, এবং এই নিমিত্ত জমিদারদিগকে যেরূপ অতিরিক্ত রাজস্ব প্রদান করা অনিষ্টকর তেমনি যদৃচ্ছা মুল্যে প্রজার নিকট হইতে নীলপাত ক্রয় করাও অনিষ্টকর। ইডেন সাহেবের সে বিষয়েও বলা উচিত ছিল। আমাদের বিশ্বাস যত দিন উভয় পক্ষ এই রূপ কেবল স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে তত দিন অত্যাচার কমিবে না।

আবার লেঃ গবর্ণর লিখিয়াছেন যে, এখন নীলকরদের যে সমুদয় কন্ট্রাক্ট ইজারা আছে তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না, অথচ তাঁহার বিশ্বাস কন্ট্রাক্ট ইজারাই সকল অত্যাচারের মুল। অর্থাৎ গবর্ণরের উপদেশ প্রকাশের পূর্ব্বে যদি কোন নীলকর ১০ বৎসরের নিমিত্ত কোন জমিদারি ইজারা গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেখানে দশ বৎসর অত্যাচার হইবে এবং ইডেন সাহেব তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিবেন না। আমরা এই স্থলে লেঃ গবর্ণরকে একটি বিষয় অবগত করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার সার্কুলার প্রচারের পূর্ব্বে বেহারের নীলকর সাহেবেরা শত২ প্রজা আনিয়া তাহাদের সঙ্গে কন্ট্রাক্টে বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

ইডেন সাহেব নীলকরদিগকে নীলের সম্বন্ধে যেরূপ সতর্ক ও সশঙ্কিত হইয়া পত্র লিখিয়াছেন, লেঃ গবর্ণরের পদে আরূঢ় হইয়া তিনি রাজকার্য্য সম্বন্ধে এরূপ পত্র আর লিখেন নাই। হয় ত তিনি পবলিক ওয়ার্কস্ সেস নির্দ্ধারণ করিয়া এদেশীয়দিগকে চটাইয়া আবার ইংরাজদিগকে চটাইতে চাহেন না। তিনি জানেন যে, নীলকরদিগকে চটাইলে তাঁহার বিপদ ঘটিতে পারে। অথবা তাঁহার ভয় পাছে নীলকর সম্বন্ধে কোন কঠিন আজ্ঞা দিলে কি প্রজার পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক যত্ন দেখাইলে সেবার বাঙ্গলায় যেরূপ নীল বিদ্রোহ উপস্থিত হয় বেহারে তাহাই ঘটিবে। নীলকর সম্বন্ধে ইডেন সাহেবের একটি কলঙ্ক আছে, ইহা দ্বারাও তিনি ভীত হইতে পারেন। ইডেন সাহেবের যদি এই কয়েকটী আশঙ্কার উদয় হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। তবে বোধ হয় গবর্ণমেন্ট যত যত্নই করুন, যত দিন বেহারে নীল সম্বন্ধে একটী ভারি গোলযোগ উপস্থিত না হইতেছে তত দিন বেহারের প্রজা কি বেহারের দুঃখ মোচন হইবে না।

যু।

তুর্কির পক্ষে একেবারে দ্বাদশ সূর্য্য উদয় হইয়াছে। তুর্কির সঙ্গে রুশিয়ার যুদ্ধ না মুসলমান ধর্ম্মে ও খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মে যুদ্ধ। এমত অবস্থায় মুসলমান বাদসাদিগের তুর্কির সহায়তা করা উচিত, কিন্তু এই ঘোর বিপদ কালে তুর্কির কেহ সহায়তা করিলেন না। পারস্যের বাদসা, তুর্কির সহায়তা করা দূরে থাকুক, তিনি সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন। তবে তিনি এই অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন যে সে যুদ্ধ হইতে এক্ষণে ক্ষান্ত হইয়াছেন। কাবুলের আমির বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তিনি সুলতানের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহাকে আর কেন সাহায্য করিতে পারিবেন না। মধ্য আসিয়ার মুসলমান রাজগণ রুশিয়ার ভয়ে তটস্থ, তাঁহারা রুশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সাহসী হন না। মিসোরের খেদাও সুলতানের অধীন রাজা, কিন্তু তাঁহার স্বাধীন হইবার বাসনা, সুলতান উচ্ছিন্ন গেলে তিনি অনায়াসে স্বাধীন হইতে পারেন এই তাঁহার বিশ্বাস। এ ভয় তাঁহার নাই যে সুলতান উচ্ছিন্ন গেলে, ইউরোপীয় যে কোন প্রবল জাতি তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারে। তিনি কিয়ৎ সংখ্যক সৈন্য মাত্র সুলতানের সহায়তা করিতে পাঠাইয়াছেন।

মুসলমান কর্ত্তৃক সুলতানের কি রূপ সহায়তা হইতেছে তাহা বলিলাম, তবে ইহা স্বীকার্য্য ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ তাঁহাকে কিছুং অর্থ সাহায্য করিতেছেন। খৃষ্টিয়ান রাজাগণ যে কেহ তাঁহার সহায়তা করিবেন, ইহা আশা করা যায় না। তবে ইংরাজদিগের সুলতানকে সাহায্য করা সম্পূর্ণ স্বার্থ[illegible] আছে, কিন্তু এবার তাঁহারা কুটিল চক্রে পড়িয়া

কোন রূপ সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। তাহারা বলিয়াছেন যে রুশিয়রা রুম সহর না লইলে তাহারা কোন পক্ষে কিছু বলিবেন না। যদি রুশিয়ানেরা রুম অধিকার করেন তবে তাঁহারা যুদ্ধ করিবেন। এই কথায় রুশেরা স্বীকার করিয়া রুম আক্রমণ করার মনস্থ হইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন। তাহারা রুম লইবেন না বলিয়া সুলতানের রাজ্যের সমুদায় উত্তর সীমা অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। ইংরাজদিগের এক্ষণে কথা কহিবার যো নাই, যেহেতু রুশিয়ানেরা রুম আক্রমণ করেন নাই।

কিন্তু সুলতানের যদি সহায় কেহ না থাকে শত্রু বিস্তর আছে। সুলতানের ঘরে শত্রু বাহিরে শত্রু। সার্বিয়ানেরা সেদিবস সুলতানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সন্ধি করে, এখন তাহারা আবার যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতেছে, তবে অষ্ট্রিয়ানদিগের ভয়ে পারিয়া উঠিতেছে না। রুমেনিয়ারা রুশিয়ার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। মন্টজিনিরো স্থানের অধিবাসীগণ বিখ্যাত যোদ্ধা। তাহারা মুসলমানদিগের আদিম অবস্থায় তাহাদিগকে পরাজিত করে। তাহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। এই সমুদায় সুলতানের নিজের প্রজা বিদ্রোহিতাচরণ করিতেছে। ইহা ব্যতীত ইউরোপীয় প্রধান২ কয়েক রাজ্য তুর্কির দিকে লোলুপ হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছেন। তুর্কির ধ্বংশ হইলে তাহারা কিছু অস্থি মাংসের প্রত্যাশা রাখেন। গ্রিসের প্রজাগণ একেবারে খেপিয়া উঠিয়াছে, তাহারা তাহাদিগের রাজাকে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত জিদ করিতেছে। এই গ্রিস কিছু কাল গত হইল সুলতানের অধীন ছিল। ইটালিও কিছু প্রত্যাশা রাখেন, অষ্ট্রিয়ারও সেই কথা।

তুর্কি আমাদের গৌরবের স্থল। ইউরোপীয়েরা বলিয়া থাকেন যে জগত তাহাদের নিমিত্ত, কর্ত্তব্যে তাহাই দাঁড়াইতেছে। ইউরোপীয়েরা আসিয়ার অর্দ্ধাংশ, এবং সমস্ত আমেরিকা, ও অষ্ট্রেলিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। পৃথিবীর প্রায় দ্বীপ মাত্র তাঁহাদের অধীনে। এমত অবস্থায়, তুর্কিগণ আসিয়ার লোক হইয়া যে ইউরোপে একটী সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, ইহাতে আসিয়াবাসী মাত্রের কিছু অহংকারের তৃপ্তি হইতে পারে। এই জন্যে তুর্কির বিপদে আমাদের ক্ষোভ হইতে পারে। আমাদের ক্ষোভের অন্যান্য কারণ আছে। অভিমুন্যের বধে কাহার না ক্ষোভ হয়? নিঃসহায় তুর্কি দেশ ধ্বংশ করিবার নিমিত্ত ইউরোপীয় কয়েকটী জাতি একেবারে জুটিয়া গিয়াছেন। স্বাভাবিক বলবান ব্যক্তিকে দুরবস্থায় পাইয়া অন্যায় করিয়া আক্রমণ করিলে লোকের যেরূপ ক্ষোভ হয় তুর্কি সম্বন্ধেও পক্ষপাতশূন্য ব্যক্তি মাত্রের সেই রূপ হইবে। এক জাতি নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণ পণে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে; সৈন্যগণ বিনা বেতনে, অল্প আহার করিয়া, শারীরিক অন্যান্য কষ্ট সহ্য করিয়া, জীবনকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া দেশরক্ষা করিতেছে। সুলতানের অর্থের অকুলান জানিয়া যাহার যে কিছু অর্থ আছে তাহা সরকারী ভাণ্ডারে যোগাইতেছে। এমন কি স্ত্রী লোকে তাহাদের অলংকার পর্য্যন্ত সুলতানের হস্তে ন্যস্ত করিতেছে। এরূপ জাতির প্রতি কাহার না শ্রদ্ধা হয়, এরূপ জাতির বিপদে কাহার না দুঃখ হয়?

কিন্তু শুদ্ধ ইহা নহে। সুলতানের রাজ্য বলবান থাকিলে ভারতবর্ষীয়দের লাভের সম্ভাবনা ছিল। এক্ষণে ইংরাজেরা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষীয়দের সন্তুষ্ট করা তাহাদের সুলতানের প্রতি বন্ধুত্ব করার একটি কারণ। অর্থাৎ ভারতবর্ষীয়েরা সন্তুষ্ট হইবে বলিয়া তাঁহারা সুলতানকে প্রীতি দেখাইয়া থাকেন। তাহা হইলে এরূপ প্রত্যাশা করা কি অন্যায় যে, ইংরাজেরা সুলতানকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয়গণকে ব্রতী করিবেন? সুলতান ও ইংরাজদের স্বার্থ এক। অর্থাৎ উভয়েরই শত্রু রুশিয়া। সুলতানের আর সহায় নাই, আবার কার্য্যের গতিকে এই রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইংরাজদিগেরও আর সহায় নাই। এক্ষণে জগতের মধ্যে ইংরাজদিগের কোন বন্ধু জাতি নাই, হঠাৎ হইবার সম্ভাবনাও দেখি না। এমত অবস্থায় সুলতানের সহিত ইংরাজদিগের বন্ধুত্ব হওয়া উচিত, বন্ধুত্বের কিছু অভাব আছে তাহাও নহে। তবে এক্ষণে চক্রে পড়িয়া উহা দেখাইতে পারিতেছেন না। ফল ইহা নিশ্চয় সুলতানের সাংঘাতিক কোন বিপদ হইলে ইংরাজদিগের অবশ্যই তাহার সহিত মিশিতে হইবে। সুলতান এত দিবস ভারতবর্ষীয়দিগকে চিনিতেন না। এবার সম্ভবতঃ তাহাদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ হইয়া থাকিবে। যদি সুলতানের সহিত ইংরাজদিগের ঘনিষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহিত আমাদের কিছু ঘনিষ্টতা হয় তবে হইতেপারে আমাদের কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা। এখান হইতে হিন্দু ও মুসলমানে তুর্কিতে টাকা পাঠাইতেছেন। কিন্তু আমরা কোন কোন মুসলমান ভদ্র লোকের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইলে সেখানে যুদ্ধ করিতে যাইতে প্রস্তুত আছেন। সেরূপ যদি একটী দল মুসলমানেরা এখানে বান্ধিতে পারেন তবেই সুলতানের প্রকৃত উপকার করা হয়, ও গবর্ণমেণ্টেরও ইহাতে কোন বাধা দিবার কারণ নাই।

পোনালকোর্ডের অদ্ভুত নিয়ম অনুসারে হাইকোর্ট আর এক জন দোষী কি নির্দোষী ব্যক্তির (বিধাতা জানেন) প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই হত ভাগার নাম মাখন লাল। ইহারা দুই ভাই। ইহার আর এক ভ্রাতার নাম হীরালাল। হীরালাল হত হয়। মাখন লালকে পোলিস হত্যাকারী বলিয়া চালান দেন এবং মাজিষ্ট্রেট ইহাকে নরহত্যা অপরাধে সেসনে সোপোর্দ্দ করেন। সেসনে জুরিরা এক মত হইয়া ইহাকে নির্দোষী বলেন, জজ সাহেব ইহাকে দোষী জ্ঞান করেন! পূর্ব্বে অধিকাংশ জুরিতে আসামিকে নির্দোষী জ্ঞান করিলে সে খালাস পাইত। সুসভ্য দেশ মাত্রেই এই রূপ বিচার হইয়া থাকে। আমরা যখন অসভ্য ছিলাম অর্থাৎ যখন পশ্চিমাঞ্চলীয় সভ্যতার আলোক এদেশকে উজ্জ্বল করিয়া ছিল না তখন এদেশে কিয়ৎ পরিমাণে এই রূপ বিচার প্রণালী প্রচলিত ছিল। অনেক অসভ্য দেশেও এখন এই সুন্দর বিচার প্রণালী প্রচলিত আছে, কিন্তু ষ্টিফেন সাহেব অগাধ পণ্ডিত এবং তিনি এদেশে অদ্ভুত ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন প্রচলিত করিয়া যান। এই আইন অনুসারে জুরি ও জজ এক মত না হইলে হাইকোর্টে উভয়ের মত প্রেরিত হয় এবং হাইকোর্টের জজেরা যাহার মত গ্রাহ্য করেন তাহার মত অনুসারে কার্য্য হয়। মাখন লালের মকর্দ্দমা এই নিমিত্ত হাইকোর্টে অর্পিত হয়। হাইকোর্টে প্রিন্সেপ ও মার্কবী সাহেব মকর্দ্দমার বিচার করেন, এবং প্রিন্সেপ সাহেব জজের পক্ষে, এবং মর্কবি জুরির পক্ষে মত দেন। হাইকোর্টের জজদিগের মধ্যে মত ভেদ হইলে চিফ জষ্টিসের নিকট মকর্দ্দমা উপস্থিত হয় এবং তিনি যাহার মত সমর্থন করেন তাহারই মত অনুসারে কার্য্য হয়। এ মকর্দ্দমায় প্রিন্সেপ সাহেবের মত চিফ জষ্টিসের নিকট সত্য বলিয়া বোধ হওয়াতে মাখন লালের ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়াছে।

যখন ষ্টিফেন সাহেবের এই পৈশাচিক আইন এদেশে প্রচলিত হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট মুখে যাহাই বলুন, মনে২ সশঙ্কিত হন পাছে ইহা দ্বারা কোন অবিচার হয় এবং এই নিমিত্ত প্রথম কয়েক বৎসর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যত দূর সাধ্য এই আইন অনুসারে কার্য্য করেন না। মফস্বলের অনেক মাজিষ্ট্রেটেরা ইহার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে সশঙ্কিত হন। আমরা শুনি যে, যে প্রিন্সেপ সাহেব মাখন লালকে দোষী জ্ঞান করিয়াছেন, ইনিও ইহার টিকা প্রস্তুত করিতে গিয়া চমকাইয়া উঠেন, কিন্তু কালের গতি দ্বা হউক, আমাদের অদৃষ্টের বলেই হউক, অথবা র কৌশলের কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্যের নিমিত্তই হউ ইহার সমুদর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। গত ৭ মাসের মধ্যে মাখন লালকে ধরিয়া হাইকোর্ট তিন জনকে ষ্টিফেন সাহেবের আইন অনুসারে প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন, অর্থাৎ যদি তিনি এই পৈশাচিক আইন প্রচলিত না করিতেন তাহা হইলে তিন লোকের প্রাণ নষ্ট হইত না। আবার এই তিন লোক কত দূর দোষী তাহা কেবল বিধাতাই পারেন।

হৃদয় পাত্রের মকর্দ্দমার কথা বোধ হ স্মরণ আছে। টুইডি সাহেব ইহাকে নির্দোষ করেন, জুরিরা দোষী বলেন। হাইকোর্ট জুরির মতের অনুমোদন করিয়া হৃদয় পাত্রের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করেন। যদু গাঙ্গুলিকে জুরি ও জজে উভয়ই দোষী বোধ করেন কিন্তু তথাচ তাহারা স্থির করেন যে, সে যে অপরাধ করিয়াছে তাহাতে তাহার প্রাণ দণ্ড হওয়া উচিত নহে। গবর্ণমেণ্ট জজ সাহেবের বিচারের বিরুদ্ধে আপিল করেন এবং তাহার প্রাণ দণ্ড হয়। আবার সম্প্রতি মাখন লালের মকর্দ্দমা। এই তিন জন লোক প্রকৃত অপরাধী কি না তাহা বিধাতা জানেন। অন্ততঃ ইহাদের অপরাধ সম্বন্ধে মত ভেদ হয়। এই মত ভেদ বাহিরের লোকের মধ্যে শুদ্ধ হয় না, যাহারা ইহাদের বিচার করেন তাহাদেরই মধ্যে এই রূপ মত ভেদ হয়। টুইডি সাহেব এক জ অতি যোগ্য লোক এবং সিবিলিয়ানগণের মধ্যে তাঁহার যেরূপ ধর্ম্ম জ্ঞান এরূপ ধর্ম্ম জ্ঞান অতি অল্প লোকের আছে। তাঁহার বিশ্বাস হৃদয় পাত্র নির্দ্দোষী। যদু গাঙ্গুলির মকর্দ্দমার বিষয় আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। আবার মাখন লালের মকর্দ্দমায় জুরিরা ও হাইকোর্টের এক জন বিখ্যাত জজ আসামিকে নির্দ্দোষী বলিলেন তথাচ মাখন লালের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইল। অর্থাৎ হৃদয় পাত্র যে ঘটনাতে নরহত্যা অপরাধের আসামি হয়, তাহাতে জুরিদের তাহার বিপক্ষে ম প্রকাশ করার সম্ভাবনা, তথাচ একজন নিরপেক্ষ জজের মত অগ্রাহ্য করিয়া হাইকোর্টের জজেরা জুরিদের মত সমর্থন করিলেন, যদু গাঙ্গুলির মকর্দ্দমায় জজ ও জুরি অর্থাৎ যাহারা এই মকর্দ্দমার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করেন তাহারা সাব্যস্ত করিলেন যে, আসামীর প্রাণ দণ্ড করিলে তাহাকে অপরাধ অপেক্ষা অধিক শাস্তি দেওয়া হইবে, তথাচ হাইকোর্টের জজরা তাহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন, আবার মাখন লালকে জুরিরা নির্দ্দোষী বলিলেন, অথচ জুরিদের তাহার সম্বন্ধে পক্ষপাতী হওয়ার কোন কারণই নাই। মাখন লাল কোন পদস্থ কি উচ্চ বংশীয় ব্যক্তি নহে, আবার সে ভ্রাতৃ হত্যা অপরাধে অপরাধী। হিন্দুরা মাতৃ, পিতৃ, ভ্রাতৃ এই তিন জনকে কেহ হত্যা করিলে তাহার মুখ দর্শন করা মহা পাপ মনে করে,, অথচ জুরিরা তাহাকে নির্দোষী মনে করেন, কেবল তাহাও নহে, জজের সঙ্গে অনৈক্য হইয়া নির্দোষী বিবেচনা করিলেন। এদেশীয়েরা নিতান্ত বিপদে না পড়িলে আর জজ সাহেবের সঙ্গে কোন বিষয়ে অনৈক্য হয় না। ইহা ছাড়া হাইকোর্টের বিখ্যাত জজ মার্কবি তাহাদের মতের পোষকতা করিলেন এবং সাধারণের বিশ্বাস যে মার্কবির ন্যায় নিরপেক্ষ ও পণ্ডিত জজ হাইকোর্টে অতি অল্প আছেন। অথচ মাখন লালের প্রাণ দণ্ড হইতে চলিল। যখন ব্যবস্থাপকেরা প্রকারান্তরে জুরি উঠাইয়া দেন এবং গবর্ণমেণ্টের হস্তে আপিলের ক্ষমতা অর্পণ করেন, তখন তাহারা আমাদিগকে বুঝান যে, ইহাতে সুবিচার হইবে। যে সমুদয় দোষী ব্যক্তিরা বিচারের শৈথল্যতায় বাঁচিয়া যায় তাহারা ইহা দ্বারা দণ্ডিত হইবে, কিন্তু কে জানে এই তিন স্থলে অবিচার কি সু[illegible]ইয়াছে?

যখন [illegible]
প্রকাশ [illegible]

IS ENGLAND TO BECOME A RUSSIAN PROVINCE ?

(*Vanity Fair*)

At this moment England has not an ally in the world. To whom could she ture in her hour of need ?—if it should come on her like a thief in the night, suddenly, without warning, and with a cry going up against her among the nations, "Come, let us put down the domineering importance of this wealth-gorged country, and share her spoil !"

Could we turn to France or Austria, both of which, if we did not actually help to dismember them, well recollect how we stood by. hindered their alliances, and applauded their victorious enemies ?

Can any man in his senses look to Germany or to the United States to help us ? Such aid as we afforded the first by holding down the maritime power of France during the late war will hardly have earned for us support in our day of trial ; gratitude and succour are not bought by deeds like those.

Much love, truly, does America owe us for our conduct during their civil war ! when, as usual, "English interests" were the only words on every man's lips, and when our statesmanship did not go beyond that "strict neutrality" for which we paid the *Alabama* fine.

Holland despoiled of Belgium, Sweden despoiled of Finland, Denmark robbed of the Duchies, by our connivance, have no profound love for us, and they would be imbecile if they had. We are therefore left absolutely alone, save that we still have the choice left us between supporting Turkey and gaining thereby the hearts of the millions of Mussulmans throughout the world, or of courting, even more than we have throughout courted, the friendship of Russia.

One of these two we must choose. The time is past when we can safely remain as we are. England is still, as in the Saxon days, England the Unready ! She trusts in her silver streak, which is now bridged over by steam. She believes, like Pompey before Pharsalia, that she has but to stamp on the earth and legions will rise up, when she can scarcely put twelve thousand men in line. She supposes that because she can manufacture powder and guns with incredible rapidity and store them in Woolwich Arsenal, therefore she is an armed nation. But the time is past when it is safe to believe all this ; and if any believe it, it is because they are given over to strong delusions to believe a lie.

There has been offered to England the choice between one of two alliances. The one is a league which would have made her once again the arbiter of the world, and enabled her to dictate her own terms to any Power whatsoever who presumed to disturb that universal peace on which her prosperity so mainly depends.

This was a close federation with the minor maritime States, such as Holland, Denmark, and Sweden in the north, and Spain in the south ; a close alliance with the Mohammedan States, of which, as mistress of India, she is the natural head, such as Turkey, Persia, and the Principates of Central Asia ; and an alliance offensive and defensive with France and Austria, these last especially based on the maintenance of maritime power as counteracting the great military States.

This position has been rejected ; it is not worth while to consider why. There are of course occult reasons, but it is not necessary to go beneath the surface. It is quite sufficient to say that there is no statesman of either Party with sufficient power of mind to comprehend it, nor sufficient diplomatic skill, ability, and knowledge of men to carry it into effect even if comprehension were there.

Lord Beaconsfield may be an exception—intellectually, that is to say—but there are with him the disqualifications of age, and of his past career, besides his absolute want of leagues to assist him, even if he entertained the idea.

The other alliance is of a different order. Indeed, it is not an alliance which has to be proposed, but an absolute and unconditional surrender. As King John resigned his crown into the hands of the Legate, it is here suggested that the time has come for her Majesty to surrender her imperial diadem into the keeping of the Ambassador of the Emperor of All the Russias.

It is not necessary to discuss at present whether the ceremony should be performed in Westminister Abbey with all the pomp of a coronation ; the after effects are all that need be inquired into.

It would be found that very little change had taken place in our actual condition. There would be still fields for the ambition of English gentlemen in the army, the Navy, the Church, and the Bar. Our finances might indeed be temporarily inconvenienced by the necessity of providing for the Russian national debt, but a forced loan or two and an income-tax, say, of ten shillings in the pound would soon put matters straight, and this would be found to be a good investment in the end, as it would be an absolute insurance for ever and a day against the possibilities of an invasion, the payment of a war indemnity, and the surrender of our fleet and colonies. Besides, if there were a little discontent at first, measures might be easily adopted to keep it under, such as were so successful in Poland, Circassia, and Turkestan.

Our Army and Navy might be retained for a period, and even augmented by forced conscription, until such time as they had completely and for ever put down all insurrections against Holy Russia in every part of the world. It is to be feared that there will be for many years disaffection against that mild rule, so that the Navy might look forward to many Navarinos, and the Army to continual expeditions fraught with as much glory as the Abyssinian and Ashantee campaigns.

Of the Bar and of Trade it is not necessary to speak. The time has passed when Peter the Great had only three lawyers in his dominions and proposed to hang two of them. The codification of ukases will afford continual and inexhaustible employment to lawyers, and tradesmen will go on buying and selling, manufacturing and ship-building as before.

The Church as a body will have to go over to the Russo-Greek ritual, which permits mrrried clergy, gives great scope to the love of ornament, and emphatically worships the powers that be. If there should be found some of other denominations who dislike this creed and its solemnities, a higher reward awaits them—namely, the crown of martyrdom, such as was won by the peasants of the United Greek Church, whose tortures have been described in that exceedingly rare Parliamentary Paper which Lord Derby recently published and then suppressed, being afraid of what he had done.

Parliament as an efficient instrument in the intellectual debasement of the nation, and as a safety-valve for discontent without ever carrying discontent into a removal of grievance, might well be allowed to continue in its present form.

This is a picture of what a future England may become. England must be either a nation or province. At this moment the choice is still left her. But a nation cannot remain dignified, powerful, and independent if she halts, hesitates, trims, and coquettees when her own character for right and justice is at stake. A little State may temporise ; a great one never can. Either England must shake herself free from Russia now, or whatever name she may retain, and whatever outward form of sovereignty, she must become but an outlying provinces of the Muscovite Empire, at once the tool and the laughing-stock of the Cabinet of St. Petersburg.

This is no time for any one to be an indifferent looker-on. In these latter days events are hurried on faster and faster. It is not merely for the nation to choose ; it is for each individual in it to ask his conscience on which side he will range himself. A few earnest men even now can change the counsels of the State ; but those who look on apathetically and languidly at the death struggles of others are most assuredly on the brink of the pit themselves.

SCRAPS AND COMMENTS.

The Maharajah of Cashmere intends arming one of his infantry regiments with Martini-Henry rifles manufactured at his own gun factory at Srinugger.

The following is an account of the reception of the Turkish Envoy, Ghulam Hussein Khan, at Cabul :—

Sirdar Shah Murd Khan wrote to the Amir, announcing his arrival at Jellalabad. The Turkish Envoy was treated with all due honor, but was detained at Jellalabad pending the Amir's reply. Shere Ali directed him to be questioned, and the result communicated to the Amir when he would give orders concerning him. In reply Shah Murd Khan wrote to say that the Envoy was the bearer of a despatch from the Sūltan of Turkey, and that he also had some presents for the Amir. Shere Ali immediately directed that Ghulam Hossein Khan should be sent to him with befitting honor. On his arrival near Cabul, Sirdar Mahomed Usuf Khan and the Kotwal of Cabul were sent out to meet him. The Envoy was escorted in great state and quartered in Mir Dost Mahomed Khan's garden, all his commissariat being supplied by the Amir. The Envoy had two despatches from the Sultan, one for Amir Shere Ali Khan of Cabul, and another for the ruler of Bokhara. Shere Ali strove to keep the letter to him a profound secret, but its contents have become known, and are as under.

The Sultan, after warm greeting, expresses his regret that Shere Ali should have been duped by Russia, so far as to sever himself from the British and form an alliance with her. Russia has not been true to even her own co-religionists, but has betrayed them. The alliance of Cabul with England was both a safe and an honorable alliance, that with Russia will be fraught with treachery and disappointment. Shere Ali is cautioned to act warily for the future, and join with Bokhara against Russia. By this means he would be rendering the Sultan material service, inasmuch as it would divert much of the power which she is at present directing against Turkey. Cabul is aware of Turkey's troubles, which do not therefore need be expatiated upon. Shere Ali is earnestly implored not to lose any time in rendering the aid sought. Russia is the enemy of Islam ; if therefore Cabul will raise a *jehad* against her, Shere Ali's name will be brought upon the register of Monarchs, and Turkey will plant a flag in his honor commemorative of the service which he has rendered to the faith, and will also admit his Envoy into her court. But failing compliance he will have to abide the consequences both here and hereafter.

The Murree correspondent of the *Pioneer* in speaking of the Khelat affair says :—

The Khan, being unable to hold his own against the Chiefs of Khelat whom by his weakness and tyranny he has thoroughly disgusted, invites our co-operation in sitting upon his enemies. We present him with arms and money, promise by treaty to keep him on his throne against all-comers and send him a comforter in Major Sandeman and his personal escort. In return the Khan promises to do what he can for us in keeping the Bolan open, in procuring us reliable intelligence of Afghan affairs, and in reconciling his subjects to the passage of our troops through his country on their eventual and inevitable march to Candahar and Herat. Could all these conditions be acted up to, we should no doubt secure considerably the best of the bargain. But propped up as he is by British money and interference the Khan must be a spectacle more hateful than ever to his people ; and you must regard me as a bad prophet if we reap aught but tares from the seed we have so hastily sown in Beluchistan. I have seen a letter from Quettah describing the climate as charming and the country around fruitful ; our troops are encamped on the open, with scarcely a ditch to protect them from a sudden attack: for the people view with jealousy any attempt on the part of the force to make themselves permanent. The Fort at Quettah is said to be a substantial mud structure against which the fire of our little mule guns would be about as effective as peas from a popgun. It may be readily supposed the Amir Sher Ali would be glad to see us back again on the sandy banks of the Indus, and that he is at this present moment urging the disaffected Beluchis to rid their country of our presence.

Regarding the present state of affairs in France an English Paper says :—

Unhappy France has once more found a traitor in the person of her chosen President. Marshal MacMahon may not declare himself Emperor in the precise manner of the two Nepoleons, but he has just done that which would make a further step of this nature not particularly surprising. He has dismissed without ceremony a Republican Cabinet which had an overwhelming majority in the Chamber of Deputies, and has surrounded himself with advisers who are bitterly opposed, as he is himself, to the Republic. The Chamber which put on record by a mrjority of more than two hundred an indignant protest against the manner in which it had been treated, has been dissolved, and sweeping changes have been promptly made in the administrative functionaries of the departments, so as to control, if possible, the new elections. Whether this can be done remains to be seen. It is thought that if the people have anything like fair play they will return a still larger Republican majority, and in that case the President will either resign or resort to still bolder and rougher measures for defeating the will of the nation. He is being used as a tool by the priests and the monarchists to throw France once more into disorder and confusion in order that their own plans may be worked out. It is a dastardly business. The movers in it will find out to their cost some day, and perhaps very soon, that the people of France are now thoroughly in earnest to be ruled no longer either by Romish hierarchy or royal despots. They are becoming more and more able to govern themselves. The Republic was gradually securing a solid foundation. Free institutions were getting to be well established. By a political crime of the first magnitude all this has now been ruthlessly deranged ; but we trust the plotters against the peace and prosperity of their country will meet with swift and signal defeat.

The home accounts of the Government of India for the year 1876-77 have been published. The total receipts from April 1, 1875, to March 31, 1876, were £18,489,710 7s and the total disbursements £17,569,811 10*s* 6*d* ; balance, £919,898 16*s* 6*d*. The estimate receipts for the year ended March 31, 1877, were £12,103,468, and the disbursements £18,338,853, leaving a balance of £2,714,615. The debts in English of the Governmet of India on March 31, 1877, omounted to £56,320,632, and the credits to £12,252,248; excess of debts over credits, £44,068,384.

The Khedive of Egypt has intimated to the Porte that if the Suez Canal is to be closed against Russian vessels a force of war ships must be sent to guard the entrance to the Canal.

On the subject of Indian Judges and the executive, a correspondent, signing himsef "Nemo," writes to the London *Times* as follows: —

You may consider the following facts, although they are of a past date, to be of interest to your readers. While Lord Dalhousie was Governor-General of India two wealthy and influential Natives were handed up on a serious charge, I think of roit, before the magistrate of Serampore, a place within twenty miles of Calcutta. That official, acting on a private communication from the private Secretary of the Govenor-General, refused to take bail for the accused. Counsel for the prisoner's duty moved the Supreme Court, and two Judges specially sat to hear the matter at six o'cloek in the morning. The result was that the Court directed lhe magistrate to admit the accused to bail and censured him for having attended to the communication referred to. Not content with this, the learned Judges of the Supreme Court sent up a strong letter of remonstrance to Lord Dalhousie against the course adopted by him. The source of my information was a note made by the barrister engaged in the case, and who has died. Unfortunately, I am unable now to refer to it, otherwise I could have given the date and further particulars which have escaped my memory. What answer, if any, the Governor-General returned to the letter of the Supreme Court, history relateth not. Sir Lawrence Peel was, I think, the Chief Justice at the time, and if he could tell us it could give considerable point to the opinion lately expressed by that gentleman in your columns as to the independence of the executive claimed by the present Judges of the Indian High Courts.

A new antiseptic xanthate of potassium, which has been recently discovered in Germany, promises to be of great value to industry and commerce. It is said to be a more effective antiseptic than either carbolic acid or bisulphide of carbon, whilst free from their unpleasant odour, and very cheap.

Intelligence has been received from what are regarded as trustworthy sources that Persia has no intention of assuming a hostile attitude towards Turkey at present. There are still some differences between the two courts, but they are not of such a nature as to be likely to lead to any serious breach of amicable relations at present. Besides, Persia apparently considers that, at the present conjuncture, her main interests as a Mussalman State, and one of the few that still maintain independence, are, in a great measure, indentical with those of the Porte.

The following concise account of the fortifications of Kars, taken from a London contemporary, is interesting at the present time :—

The fortress is situated in the bend of a river of the same name, and the greater part of the fortifications was blowed up by the Russians when they evacuated the place in 1855. The Turks have, however, since repaired them, and built several new forts besides, which have made it a still harder nut for the Russians to crack than it was in 1854. The fortress in its present state consists of a bastioned enceinte traced upon an irregular quadrilateral. This again is enclosed by a girdle of detached works, three of which are large forts, the others smaller redoubts, having reciprocal flanking defence. Of the outlying forts, the strongest, both by reason of its commanding position and also of the care bestowed upon its construction, is Fort Arkanieh, situated upon the Ak-Dagh, a height which rises up on the north-west of the town to a height of about 250 feet, completely overlooking all the ground in front of it. The work itself is a pentagonal pastioned fort, well provided with bomb-proof magazines and secure accommodation for its garrison. On the Kara-Dagh, a range of heights which surrounds the town on the east and south, are the Tabia and Madschar forts, both works of considerable strength. Among the armament of the fortress are many guns of large calibre and modern construction, provided by the care of the late Turkish Minister of War, Hussein Avni Pasha, who justly regarded Kars as the most formidable obstacle to the advance of the Russians into the Asiatic possessions of the Porte.

The *Vanity Fair* publishes the following dialougue which he styles as "the little patriot's catechism" :—

Q. Strategists have facetiously alluded to the Danube as the "ditch of Constantinople." What, with a view to her own Eastern interests, should England do when Russia has crossed this "ditch" ?

A. Calmly point out that "British interests are not even "menaced until the Balkans are left behind ?"

Q. And when the Balkans are left behind ?

A. Calmly demonstrate that the critical point lies not at the "Balkans, but at Constantinople."

Q. And when Constantinople falls ?

A. Refer dispassionately to "the security of Eastern Turkey."

Q. And when Eastern Turkey is annexed ?

A. Explain quietly "the folly of any anxiety or apprehension save for a free passage through Egypt."

Q. And when Egypt is blocked ?

A. Dwell with dignity upon "the strength and elasticity of India."

Q. And when India goes ?

A. Rationally appreciate that its possession was incompatible with British interests.

Q. And when British interests cease to exist ?

A. Accept the consequences, and "quietly await the march of events."

The Austrian Imperial Family makes no secret of the fact that it is entirely Russian in its sympathies. The Archduke Albrecht, is especially strong in his utterances on the subject.

The case of Mr. Reynold, an Assistant Engineer on the Sindia State Railway, who accidentally shot a coolie dead at Dewsa, has been finally disposed of, the Political Agent having awarded a compensation of Rs. 200 to the widow of the deceased. The punishment certainly exceeds the offence by far!

A large number of Sisters of Mercy, coming from both England and France, have arrived at Constantinople, and are making arrangements for rendering their services to the wounded. Arrangements are also heing made to enlarge the accomodrtion at Miss Elorence Nightingale's hospital at Scutari.

As a sort of personal answer to a cry for economy raised by some members of the Turkish Parliament, the Sultan has directed that his stud of saddle and draught horses should be limited to what is absolutely necessary for his own use, the remainder being placed at the disposal of the War Office. This patriotic order will effect a very opportune saving of at least four-fifths of the yearly expenditure of the Imperial stables.

The fall of the late French Ministry is, by the German Ultramontane papers, ascribed to the personal intervention of the Pope, who had taken offence at the speech in which M. Jules Simon denied that His Holiness had any reason for describing himself as a "prisoner" in the Vatican. Pope Pius, apparently considering that he had been given the lie direct, informed Marshal MacMahon that he would probably be compelled to recall his Nuncio if M. Simon remained in office, and the dismissal of the obnoxious Premier was thereupon decided on.

The German Government is remodelling the organisation and equipment of the Landsturm, or general levy of all able-bodied men from seventeen to fifty years of age not belonging to the Line, Reserve, or Landwehr.

The Chota Nagpur Encumbered Estates Bill, the British Burma Embankments Bill, and the Broach and Kaira Encumbered Estates Bill were passed into law at the meeting of the Legislative Council held June 29 last. The Hon'ble Mr. Stokes obtained leave to introduce a bill to consolidate the law relating to the Panjab Courts, briefly explaining the work that remains to be done in the direction of codification and consolidation. The Select Committee's report on the Limitation of Suits Bill was presented. The Council adjourned for a fortnight.

The Chinese expedition to Kashghar is nearing Turfan, where the Amir's forces are posted; but the difficulties of feeding the men, of transporting stores, and of keeping open communications, are described as excessive and exhausting, and may possibly compel a retreat before a decisive blow has been struck. The report that high Chinese officials are averse to continuing the war is confirmed on good authority, and it would even appear that a strong party at Pekin has been opposed to it from the first. The Government, however, adheres to its ill-judged enterprise with characteristic tenacity, and has just raised a sum asserted to amount to forty millions of taels, partly in the shape of forced loans, for the support of Tso Tsung-tang's army. The attempt to conquer Kashghar is said to have already cost, besides prodigions sums of money, the lives of 250,000 soldiers; but that is probably an exaggeration, although the mortality from sickness and privation in the different campaigns has, doubtless, been very heavy.

Mr. A. S. Menier, the inventor of the military hot-air balloon, has lately been lecturing in London on his invention, under the patronage of the Aeronautical Society. He said that his aim was to find a balloon which would ascend and descend rapidly for a prolonged period, could be steered, and would proceed, if possible, against the wind. The result of his inquiries is the military hot-air balloon, which has been for the past eighteen months under examination by the War Office authorities at Woolwich. Rejecting hydrogen gas as an inflating medium, because it could not be generated in the air, and escaped very freely, compressed air for the same reason, and mechanical force as cumbrous and unworkable, he chose hot air, because, though it requires greater cubical capacity, the material employed for the balloon need not be specially prepared and is therefore lighter and less liable to spontaneous combustion.

The English papers record a wonderful passage between New York and Liverpool, the White Star Steamer *Germanie* having made the trip in 7 days 11 hours, 37 minutes. One day she ran 410 knots (472 miles) or an average speed of 19·6 miles an hour, and on two other days 406 and 402 knotes respectively. The *Germanie* is a four-masted steamship of 5,008 tons gross, 3,150 tons net, with a nominal horse-power of 760.

Strange are the inconsistencies of love and law. From an English paper we take the following story by way of illustration:—

Some time since, says our contemporary, a girl, who had been courted by a young man, named Taylor, at Wick, emigrated to Australia to better her position, but was induced under a promise of marriage to return home. After considerable delay, Taylor refused to marry her, whereupon she brought an action for breach of promise, obtaining a verdict with £500 damages. Failling to pay this sum, Taylor was committed to prison. Last week he petitioned the Sheriff's Court at Wick for an order that the plaintiff should contribute to his maintenance. The application was granted. So that besides paying her own costs, and obtaining no remedy, the plaintiff must now pay a weekly sum to keep her perjured lover, or he will be released.

Despite the repeated official assurances of the absolute serenity of affairs beyond the borders, rumours of war will not subside. The latest, which comes from Rawul Pindee, is to the effect that a "large army is to be despatched to occupy Herat early in October" Does not the maintenance of the Commissariat carriage equipment, costing elose on a lakh of rupees per mensem, prove it? ask the gossipers.

Mr. Howard Vincent, who was sent out to the Seat of War to act as special correspondent to the *Daily Telegraph* at the Russian head-quarters, was very cordially received by the Grand Duke, who seemed quite disposed to allow him to remain with his army; but after communication with St. Petersburg, Mr. Vincent was informed that permission could not be obtained for him. and that he must return home, which he has done.

Major Brackenbury is still at the Russian head-quarters soliciting permission to remain as special correspondent to the *Times*. This permission has not yet been granted, but it is expected that it will be. The only English or American correspondents who have been so far accepted are Mr. Archibald Forbes and Mr. McGahan.

The *Home News* June 8 in speaking of the war says:—

To the general newspaper reader the order of events at the seat of war, both in Europe and Asia, will still seem that of "masterly inactivity." But it is an inactivity which is big with the issues of grave and decisive events. The Emperor of Russia has arrived at Ployesti, his brother's head-quarters on the Danube, but preparations for the passage of the river have stiil to be matured. The intelligence which reaches us from Asia Minor is full of significance. It is now clear that the Russians are virtually the masters of Armenia. The rising in the Caucasus is troublesome rather than serious. The defence which the Turks are able to offer at Erzeroum is altogether inadequate. It seems, indeed, that Muhktar Pasha, who is evidently conscious of his inability to hold the Armenian capital, may select some other point for making his great stand against the invader. From the coast of the Black Sea on the North, almost as far to the South as Van, the Russians are slowly but very surely pressing forward, and the Turks not less slowly and surely giving way. The question which is being asked anxiously in England now is, at what point will the triumphs of Russia in Armenia be held to constitute a menace to English interests? That communications on the subject, as well as on the crowing theme of a possible Russian occupation of Constantinople, the threat of which would certainly mean war with England, have been passing between London and and St. Petersburg, there is no doubt. Possibly on Count Schouvaloff's arrival here, important disclosures may be made.

The same paper says in regard to French affairs:—

Marshal MacMahon's new Government has lost no time in distinguishing itself by initiating a decided policy of repression. The Minister of the Interior has issued a letter to the provincial authorities, impressing upon them the necessity of curbing the insolent and disloyal utterances of the Press. M. Pascal Duprat, the eminent Repulican deputy, has been prohibited from delivering a lecture at Rouen on a subject so seemingly innocent as "Instruction, and its influence on the prosperity of individuals and peoples." M. Bonnet Duverdier, Prefect of the Municipality of Paris, has been arrested for attending a semi-public meeting, at which he is charged with saying that Marshal MacMahon intended to destroy the Constitution. M. Bonnet Duverdier's defence is two-fold: first, he denies that he used at all the language imputed to him; secondly, he contends that the meeting at which he wss present was wholly private, and therefore not amenable to the law.

A lecture by the Very Rev. Father Lafont, S. J., will be delivered at the Indian Association for the Cultivation of Science to-morrow, at 7½ P. M. Subject. The Human Eye considered as an Optical Instrument.

During the Crimean campaign of one year and a-half, 341,000 men were burried in the district of Taurid, which includes the Crimea. The Russians lost 170,000 soldiers; the English, French, and Turks 156,000; and there were 15,000 Tartar victims. Of this total, 324,800 were interred in the Crimea. including 210,000 in the neighbourhood of Sebastopol. Those killed in battle were but 30,000, and allowing an equal number for the losses from wounds, 281,000 must have succumbed from disease. The deaths of sick persons sent away from the seat of war were about 60,000 more, which makes the number of dead from the Crimean campaign alone over 410,000. It will be seen from the above calculation that out of some 410,000 soldiers who succumbed during the Crimean campaign, 30,000 only were actually killed in battle some 300,000 dying from disease.

The expenditure during the last financial year on the preparation of the Indian Gazetteers, a work on which Dr. W. W. Hunter is specially engaged, is stated to have cost £2,804. We are not informed, however, what was the quantity or value of the work done for this sum, which moreover cannot include Dr. Hunter's salary, as he draws about £3000 a year on his own account, or his travelling expenses during the time he was amusing himself with observing the spots on thes un in India. Dr. Hunter is the first Indian official who has had the dexterity to transfer himself and his whole department home and to live in Edinburgh at an Indian rate of pay;

...ve no doubt he is clever enough to prove ...that this transfer is a most economical move for ...

...following is a telegraphic summary of the ...week:—

...London, June 28th:

...According to an official Russian despatch, the Russians ...attempting to ... ...ed the Turks at Zewin, but were defeated and compelled to fall back, having lost 3,000 men, whilst the Turks only lost 400. The Russians are preparing to renew the attack. The Russian attempt to cross the Danube at Totrakan (*Query*, Turtukai) was defeated by the Turks. Suleiman Pacha's army has reached Spush after fighting its way through Montenegro The Montenegrins are concentrated in the vicinity.

Prince Nicholas has harangued his troops, praising their bravery, and declaring that decisive fighting is now coming on.

Both Houses of the Roumanian Legislature have been closed.

London, June 28.

The Commander-in-Chief of the Russian Army with the 14th Division of Infantry and 8th Russsian Army Corps, crossed the Danube yesterday, at Simnitza. The Turkish troops have been driven from their entrenchments and fighting continues. Heavy Cannonade from Kalafat to Oltenitza is proceeding.

London, June 29.

The Russians have occupied Sistova and adjacent height The crossing of the river continues. The Russian head-quarters has been removed to Simnitza. The Turki Parliament has been closed.

London, June 29.

The Russian troops have reached Khorassan. Accord ing to a Russian official despatch, there was fighting Zewin on the 25th instant, when the Russians attacke and carried the Turkish advanced entrenchment Russian official despatches substantially confirm the Tu kish successss at Batoum on the 23rd and 24th instant, a admit that the Russians lost many in killed and wounde A Proclamation by the Czar to the Bulgarians adver to the ties between Russian and Bulgarian Christians, stat that the mission of the Russian army is to secure the sacr rights of Bulgarian nationality; and appeals to conc on the part of the Christian population of Bulga The Proclamation then states that, as the Russian a advances, the Turkish authorities will be replaced b regular Russian organisation in which natives participate.

London, June 30.

No later intelligence has been received from S The Russian loss in crossing the Danube there was men, the Turks showing but a weak opposition.

The bombardment of Rustchuk continues, and the cipal buildings have been destroyed. The town of Nik has been destroyed.

The apparent coldness with which Colonel Wellesley received at the Rusaian head-quarters, has been satis torily explained.

The Cretans refuse to send delegates to Constantin to explain their demands, and now ask the Sultan to sen mixed commission to Crete to examine their grievances.

London, July 1.

The operations at Soukhoum Kaleh are at a stand-still.

Dervish Pacha announces that on the 29th, af combats near Batoum, the Russians withdrew to the heights, which the Turks have since captured. Fighting continues.

The Russians admit having lost 880 men at Zewin on the 25th, and that they retired to their former positions.

The head-quarters of the Russian Army have been transferred to Sistova.

London, 2nd July.

According to an official Turkish despatch, the Russians were completely defeated on the 27th near Soukoum Kaleh, and lost 2,000 men killed and 4,000 wounded. The Turks lost 90 killed and 230 wounded.

The Turkish Minister for Foreign Affairs complains Russian atrocity at Ardahan, and the complete and wanto demolition of Rustchuk.

London, July.

The despatch from Abbul Korim Pacha states that the Russian Army has crossed the Danube and that he expects a great battle at Biela.

According to a Russian official despatch a storm has destroyed the bridge at Simnitza.

The British Iron-clad Squadron has left Greece under sealed orders.

Paris, June 2.

In an order of the day, issued by Marshall Macmahon after a review of troops held here yesterday, he states that he relies on the Army to defend the dearest interests of their country and aid him in the fûlfilment of his mission to maintain respect for the law and government.

London, June 3.

Unofficial Turkish accounts state that the Russ... advanced guard, which was advancing on Biela, has bee driven back with heavy loss.

The Turkish troops have evacuated Montenegro. The Rusian Government is purchasing horses. The German Government is about to prohibit the export of horses from Germany

ACKNOWLEDGEMENTS.

SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	A.	P
His Highness the Moharaja of Halkar G.C.S.I. Indore	11	0	
H. H. Sivajirow Maharaj, Indore	11	0	
H. H. Yeshuntraw Maharaj Indore	11	0	0
Coopooswamy Esqr. Poona	5	0	0
Mohun Lal Esqr. Satara	1	4	0
Immaneni Hanumat R. Naidu Esqr. Angole, Nellore	2	8	0
Bhowoo Succaram Esqr. Dholka	5	0	0
Yeshwant Belerustna Esqr. Dhawdhra Bombay,	5	0	0
P. Narasinya Row Esqr. Cuddapah	1	4	0
Norabhai Maganbhai Esqr. Ahmedabad	5	0	0

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2 Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

দেন নাই, তখন মাথন লালের [illegible] তিনি দয়া প্রকাশ করিবেন আমরা সে [illegible] তিনি তথাচ রাজদণ্ড [illegible] করাও সেই রাজদণ্ড। ইডেন সাহেব যদি মাথন কে অনুগ্রহ করিয়া প্রাণ ভিক্ষা দেন তাহা হইলে অবিচার হবে না। যদি মাথন লাল প্রকৃত নির্দোষী হয় তাহা হইলে তাহার প্রতি সুবিচার হইবে এবং ইডেন সাহেব একটী প্রাণ রক্ষা করিবেন।

রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সংক্রান্ত এক খানি পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা এই স্থলে গ্রহণ করিলামঃ—

ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহর মুরশিদাবাদ হইতে রাণাঘাট বদলি হইয়া আসিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে নিম্ন শ্রেণীতে আমলাগিরি প্রভৃতি নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমে ডেপুটী জিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি পাণ্ডুয়ার তপূর্ব্ব দারোগা, হুগলীর ভূতপূর্ব্ব নাজির, মিউনিগাল ওভরসিয়ার এবং এসেসর ছিলেন। প্রায় ৭।৮ মাস হইল রাণাঘাট উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। নিম্ন শ্রেণী হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করায় এরূপ প্রত্যাশা ছিল যে ডিপুটী বাবু বিজ্ঞ, বহুদর্শী এবং বিশেষরূপে কর্ম্মক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ফলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই কএক মাসের মধ্যে ডিপুটী বাবুর বিচার কার্য্যের কুপ্রণালীতে এবং তাঁহার অত্যুগ্র স্বভাব দোষে আহেলে মামলা, সাক্ষী, উকিল মোক্তার সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ডিপুটী বাবু বিচারাসনে বসিয়া আহেলে মামলা ও উকিল মোক্তারগণের প্রতি অবৈধরূপে (মধ্যে মধ্যে সরোষ গর্জ্জন সহিত) এরূপ কটু রূঢ় এবং অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন, যে তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের মনেও বিরক্ত, রাগ অশ্রদ্ধার ভাব উদয় হয়। হাকিমের এরূপ অহিতাচরণ নিরুপায় গরিব দুঃখী লোকে নিরাপত্তিতে সহ্য করিয়া কি করে? অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেও হাকিমের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হওয়ার ভয়ে অগত্যা এরূপ অপমান নিস্তব্ধে সহ্য করিয়া থাকেন। মোক্তারেরা রুজিমারা যাইবার আশঙ্কায় ভাল মন্দ সকল কথাতেই "যে আজ্ঞা হুজুর" ভিন্ন আর কিছুই বলিতে সাহস করেন না।

এই কয়েক মাসের মধ্যে রমেশ বাবুর নামে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ৫।৬ খানা দরখাস্ত পড়িয়াছে। আদর্শ স্বরূপ অদ্য এক খানি দরখাস্তের নকল পাঠাইলাম, প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন ইতি ১৬ই অষাঢ় ৮৪।

কাঁচড়া পাড়া।

দরখাস্ত।

"বরাবর শ্রীযুক্ত জেল নদীয়ার ডিষ্টিকট মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহেদয়"

বাদী	প্রতিবাদী
রামচন্দ্র রায়	নবীনকৃষ্ণ রায়
সাং মুরতিপুর	সাং মুরতিপুর
ষ্টেশন চাকদহ	ষ্টেশন চাকদহ

মোকদ্দমা বাঁশকাটা

প্রতিবাদী নবীন কৃষ্ণ রায়ের দরখাস্ত।

নিবেদন এই যে বাদী রামচন্দ্র রায়ের নালিশী বাঁশকাটা মোকদ্দমা যাহা এক্ষণে রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের হজুরে দায়ের আছে তাহা নিম্ন লিখিত হেতুবাদে তথা হইতে উঠাইয়া লইয়া হজুর আদালতে বা অপর যে কোন আদালতে মর্জি হয় বিচার হইবার বিহিতাদেশ প্রদানে অনুমতি হয়।

১। বাদী বিচারপতির জামাতার ঘনিষ্ট কুটুম্ব এবং আত্মীয় ও অনুগত এবং তৎসূত্রে ও অন্যান্য স্থলে পূর্ব্ব হইতে আমার সহিত বিচারকের বিশেষ মনান্তর আছে।

২। উপস্থিত মোকর্দ্দমার পুলিশ তদন্তের অনুমতি হইলে পুলিশ স্বত্বের তকরার বলিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক রিপোর্ট দিলেও আদালত বাদীর দরখাস্ত মাত্র পুনর্ব্বার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া সামান্য বাঁশকাটা মোকর্দ্দমায় দুইবার স্বয়ং সরেজমিন তদন্ত করিয়াছেন। ইহাতে আমার মনে এই রূপ সন্দেহ ও ভয় যে তাঁহার মনে বিশেষ বেগ আছে।

৩। এই মোকর্দ্দমা বিচারপতি অনায়াসে সম্প কাল মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন তাহা পাঁচ মাস পর্য্যন্ত অনিষ্পন্ন রাখায় আমাকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছে এবং তাহাতে তাহার নিকট আমার পক্ষের সুবিচার হওনের প্রতি আমার মনে নিতান্ত সন্দেহ ও ভয় হইতেছে।

৪। উপস্থিত মোকর্দ্দমায় আমার পক্ষ হইতে যে সমস্ত দলিল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আদালত সম্পূর্ণ স্বত্বের তকরার স্বীকার করিয়াও আমাকে অব্যাহতি না দেওয়ার সুবিচার প্রাপ্তি পক্ষে আমার সম্পূর্ণ সন্দেহ হইতেছে।

৫। আদালত হইতে মোকর্দ্দমার কোন চার্জ না হইতেই বিচারপতি দণ্ড করিবার ভয় প্রদর্শন ও তদ্রূপ হুকুম দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন পরে অনেক প্রতিবাদে নিরস্ত হয়েন।

৬। গত ২৯এ মঙ্গলবার রাত্রি আন্দাজ ১০ টার সময় বিচারপতি প্রকাশ্য আদালতে আমার চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত অপমানসূচক কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তদ্দ্বারা আমার প্রতি তাহার বিশেষ বিদ্বেষ ও বৈরতা প্রকাশ পাইয়াছে এবং চার্জের পর আমার স্থানে কোন ছাপাই ও প্রমাণাদি গ্রহণ না করিয়া আমাকে দণ্ড দিবেন মুক্তকণ্ঠে এই কথা ব্যক্ত করেন আমার নিতান্ত ত্রাস ও উৎকণ্ঠা হইয়াছে।

৭। আমি ভীত হইয়া হুজুর আদালতে শরণাপন্ন হইতেছি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমর মোকর্দ্দমা উঠাইয়া আনিয়া হুজুর আদালতে অথবা অন্য যে কোন আদালতে দেওয়া হুজুরের বিবেচনা হয় তাহাই করিতে আজ্ঞা হয় ইতি।

ইউরোপে তুরস্কেরা কিছু অপদস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। রুসিয়ানেরা ড্যানিউব নদীর নানা স্থান দিয়া পার হইয়া তুর্কি রাজ্যে উপস্থিত হইতেছে এবং তুর্কিরা ড্যানিউব নদী পরিত্যাগ করিয়া হটিয়া গিয়াছেন। রুসিয়ানেরা রষ্টচক ও নিকপলি নামক দুটি সহর একেবারে ধ্বংশ করিয়াছে। বয়লা নামক স্থানে সত্বর একটি ঘোর যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। তুর্কিরা মনটেনিগ্র পরিত্যাগ করিয়াছে।

——

আসিয়া মাইনারে তুর্কিরা রুসিয়ানদিগকে পদে২ পরাস্ত করিতেছেন। রুশিয়ানেরাও ইহা কতক স্বীকার করিতেছেন ২৩ও২৪শে জুনে বাটমে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে তুর্কিরা জয়ী হয় রুশিয়ানেরা ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ২৫শে জুনে জিউন নামক স্থানে রুসিয়ানেরা পুনরায় পরাস্ত হয় এবং ২৭শে তারিখে সুকম কালেতে একটি ঘোর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে রুশিয়ানেরা পরাজিত হয় এবং তাহাদের পক্ষে দুই হাজার হত ও চারি হাজার আহত হয়। তুর্কদের পক্ষে ৯০ জন হত ও ৩০ জন আহত হয়।

বিজ্ঞাপন।

GREAT NATIONAL THEATRE.

6, BEADEN STREET.

Saturday the 7th July 1877.

OPERA ADARSHA SATI

AND A PANTOMINIE.

For the benefit of Bhoobun Ch. Neogy.

Proprietor Great National Theatre.

NOTICE.

The public is hereby informed that Gopal Gobind Sen is no longer in my service as Dewan, and that I have revoked the General Power of attorney I executed in his favor, bearing date the thirteenth May, one thousand eight hundred and seventy five.

KUMAD NARAYAN BHOOP.

The 24th June 1877, } Rajah of Bijni.

NOTICE.

The public is hereby informed that Womesh Chunder Mukerji of Chundernagore is no longer my Muktear in Calcutta, and that I have revoked the General Power of attorney executed by me in his favor.

KUMAD NARAYAN BHOOP.

The 22nd June 1877. } Rajah of Bijni.

অমৃত বাজার পত্রিকার সহিত তুর্কির সুলতান ও রুশ সম্রাটের যে ছবি বাহির হয় তাহা অতি উত্তম কাগজে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে আমার নিকট প্রস্তুত আছে। মুল্য ।০ আনা, ডাক মাসুল ৵০। এতদ্ভিন্ন সুলতানের ফটোগ্রাফি ছবি আট আনা, ও ডাক মাসুল সমেত দশ আনায় বিক্রীত হইতেছে। ব্যয় বাদে যে লাভ থাকিবে তাহা তুরস্ক যুদ্ধের সাহায্যে প্রদত্ত হইবে।

২নং আনন্দ চাটুর্য্যের লেন বাগবাজার, কলিকাতা। } ডি, মিত্র।

পাইকপাড়া নরশরি।

বিচ গাছ বিচ

ইষ্টিমার ইণ্ডিয়া না যোগে মারকিনের সবজি ফুল এবং তুলার বিচ পৌঁছিয়াছে এবং নিম্ন লিখিত সুলভ দরে ১লা আগষ্ট হইতে বিক্রয় হইতে সুরু হইবে। যাঁহারা এই মাসের মধ্যে মুল্য পাঠাইবেন তাঁহারাই ঐ দরে বিচ পাইবেন এবং পেকিং খরচা তাঁহাদের লাগিবে না।

৪০ রকমের সবজি মায় ৯ রকমের কপির বিচ, বিট, সাল গম, গাজর, মুলা, মটর, সিম, ছালাদ, ছেলোর ইত্যাদি গত সন অপেক্ষা ১০ রকম বেসি ফি পাকেট ৫ টাকা।

৩০ রকমের উৎকৃষ্ট ও মনোহর ফুলের বিচ গত সন অপেক্ষা ৫ রকম বেসি। ফি পাকেট ৪ টাকা।

ফুল কপির বিচ শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে রোপণ জন্য ফি তোলা ১ টাকা।

সি আইলেণ্ড অর্থাৎ লম্বা আশের তুলার বিচ ১৷৷০ সের।

এইবার বিচের অতিশয় টান দেখা যাইতেছে। অভিপ্রায় করিতেছি আগামী মাস হইতে উহাদের মুল্য বৃদ্ধি করা যাইবে। যাঁহারা অগ্রিম বিচের মুল্য পাঠাইবেন তাঁহারা বিচের সহিত এরূপ এক খানি লিষ্টি পাইবেন যাহাতে উহাদের বাঙ্গলা ইংরাজি নাম থাকিবে ও কি প্রণালীতে কপি ইত্যাদি রোপণ করিতে হইবে তাহা ও লেখা থাকিবে।

গ্রাহকগণকে নর্শরির এই সনের চাঁদা জন্য বারম্বার পত্র লেখা হইয়াছে। শীঘ্র না পাঠাইলে তাহাদের বিচ কি প্রকারে পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীনৃত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায়।

পাইকপাড়া নর্শরি

কলিকাতা।

সংবদা।

—বিলাত হইতে গত মেলে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সম্বাদ আসিয়াছে তাহার এক স্থলে লিখিত হইয়াছে যে, রুশেরা আর্মেনীয় অধিকার করিয়াছে, ও আরজরুমে মুসলমানেরা ক্রমে পরাস্ত হইতেছে। কাকসাসে বটে রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে রুশেরা কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে রুশ গবর্ণমেণ্টের কোন বিশেষ বিঘ্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই; রুশেরা উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং মুসল-

মানেরা ক্রমে হারিয়া যাইতেছে। এ সম্বাদ লেখার পরে আশিয়া মাইনরের যুদ্ধ যে অন্য আকার ধরিয়াছে তাহা আমরা প্রতি দিন তারের সম্বাদে অবগত হইতেছি।

—পৃথিবীতে কোন্ দেশে কত মাইল রেলওয়ে স্থাপিত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ইউরোপের মধ্যে বেলজিয়াম ২১৭৪, ব্রিটেন ও আয়ারলাণ্ড ১৬৬৬৪, সুইজারলাণ্ড ১৩০০, জারম্যানি ১৭৪৭২, ডেনমার্ক ৫৬১, নেদরলাণ্ডস ১০১৬, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গ্রিয়া ২০১৫৪, ইটালী ৪৮১৭, স্পেন ৩৮২২, রোমেনিয়া ৭৭০, পর্ত্তুগ্যাল ৫৯৬, সুইডেন ২২৩৭, ইউরোপীয় তুর্কি ৯৬৫, ইউরোপীয় রুশ ১১৫৯১, নরওয়ে ৩৩৯, গ্রিস ৭। আমেরিকার মধ্যে ইউনাইটেড ষ্টেটস ৭৪৮৯০, কিউবা ৪০০, চিলি ৮২০, জামিকা ২৪, আরগুয়ে ১৯০, পেরু ১২৮০, আরগেণ্টাইন কনফিডারেসন ৯৯০, হনডিউরাস ৫৬, ক্যানেডা ৪৪৪৩, কষ্টা রিকা ২৯, প্যারাগুয়ে ৪৫, মেক্সিকো ৩৭২, ব্রেজিল ১০৩৮, কলম্বিয়া ৬৬, ভেনেজিউলা ৮। আফ্রিকার মধ্যে আলজিরা ৩৩৫, ইজিপ্ত ৯৫৫, টিউনিস ৩৭, কেপ অব গুডহোপ ১৩২, নেটাল ২১। আসিয়ার মধ্যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ৬৪৬১, রুসিয়ান ককেসাস ৬২৭, সিংহল দ্বীপ ৯২, জাভা ১৬৩, আসিয় তুরুস্ক ১৭২, জেপান ৩৮। অষ্ট্রালেসিয়ার মধ্যে বিক্টরিয়া ৬১৮, নিউজিলাণ্ড ৫৪২, ট্যাসমনিয়া ১৬৭, নিউসাউথ ওয়েলস ৪৩৭, কুইন্সলাণ্ড ২৬৩, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া ২৫৮, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া ৪০। অর্থাৎ সমস্ত ইউরোপে ৮৩৮৬৪, আমেরিকায় ৮২৩৩৩৫, আফ্রিকার ১৬৫৭, আসিয়ায় ৬৮২২, ও অষ্ট্রেলেসিয়ায় ২২৮৫ মাইল রেলওয়ে স্থাপিত হইয়াছে।

—ইজিপ্ত হইতে সম্প্রতি এক জন ইংরেজ সৈনিক পুরুষ এদেশে আসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, মিশোরাধিপতির যে সৈন্য আছে তাহা কোন কাজের নয়। আবিসিনিয়ার সহিত তাহার যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ইহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইয়াছে। যদি রুশিয়রা ইজিপ্ত আক্রমণ করে তাহা হইলে উহার রক্ষার ভার সম্পূর্ণ ইংরেজদের বীরত্বের উপর নির্ভর করিবে।

—মিনিয়ার নামক এক জন ফরাসী এক রূপ নূতন বেলুন প্রস্তুত করিয়াছেন। বেলুন এখন হাইড্রোজান গ্যাসের গুণে গগন মার্গে উড্ডীন হয়। মিনিয়ার সাহেব হাইড্রোজান গ্যাসের পরিবর্ত্তে উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা বেলুন উড়াইয়া চালাইবেন এই রূপ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার স্রষ্ট বেলুনে উঠিয়া যত দূর ইচ্ছা তত দূর উচ্চে গমন করা যায়। ২০।২৪ ঘণ্টা অবলীলাক্রমে বায়ুর উপর বাস করা যায়, বায়ুর গতির বিপরীত দিকেও গমন করা যায়। অর্থাৎ বর্ত্তমান বেলুনের যে সমুদয় অভাব আছে ইহার বেলুনে তাহার কিছুই নাই। ইংলণ্ডে এই বেলুনের পরীক্ষা হইতেছে। যদি প্রণেতা যেরূপ বলিতেছেন প্রকৃত কার্য্যে তাহাই হয় তাহা হইলে ইহা দ্বারা সংসারের বিস্তর পরিবর্ত্তন হইবে। স্থলবাসী মনুষ্য জলে গমনাগমন করিতে শিক্ষা করিয়া সংসারের কত উন্নতি ও কত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, আবার যদি পক্ষির ন্যায় তাহারা বায়ু ভরে গমনাগমন করিতে পারেন তাহা হইলে আর একটী উলট পালট উপস্থিত হইবে।

—আমেরিকা হইতে বণিকেরা জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে বিক্রয়ার্থে মাংস প্রেরণ করিতেছেন। কৌশল দ্বারা জাহাজের স্থান বিশেষে তুষারের ন্যায় হিম করিয়া সেখানে মাংস রক্ষা করা হয়, এবং হিমে মাংসের কোন রূপ পরিবর্ত্তন হয় না। কেবল ইউনাইটেড ষ্টেটস হইতে ইংলণ্ডে মাংস আসিতেছে না, কানাডা, ব্রেজিল প্রভৃতি স্থান হইতেও মাংস আসিতেছে। তিন মাসে এই সমুদয় স্থান হইতে ইংলণ্ডে ৪৭৭৫৯৮ হাণ্ড্রেটওয়েট মাংসের আমদানি হয়। ১।।০ মনে এক হাণ্ড্রেটওয়েট। ইংলণ্ডে ইহা ১২৭৩২৩২০ টাকায় বিক্রয় হয়। ইহার অধিকাংশ মাংস ইউনাইটেড ষ্টেটস হইতে আইসে।

—ভারতবর্ষের সমুদ্র কুল সকল টরপেডো জাহাজ দ্বারা রক্ষিত হইবে। কাপ্তেন কলিংস এই কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত বিলাত হইতে আগমন করিতেছেন।

—টাইমসের বার্লিনস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে, প্রসিদ্ধ প্রুসিয়ান সৈন্যাধ্যক্ষ কাউণ্ট মল্টকবর্ত্তমান যুদ্ধে উভয় পক্ষের যুদ্ধ কৌশল দর্শন করিয়া এই রূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রুসিয়ানদের পক্ষে ক্রমশঃ সুবিধা হইতেছে এবং তুরুস্কেরা অনেক বিষয়ে অত্যন্ত অজ্ঞতা দেখাইতেছে।

—পূর্ব্বে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, আমেরিকানেরা রুসিয়ানদের পক্ষ, কিন্তু আবার শুনা যাইতেছে যে, তাহারা তুরস্কদেরও পরম বন্ধু। সম্প্রতি ৫০০ শত আমেরিকান কর্ণেল মট নামক এক ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে গমন করিয়াছেন। তাহারা তুরুস্কের পক্ষ হইয়া রুসিয়ানদের সহিত যুদ্ধ করিবেন।

—সংক্রামক পীড়ার ন্যায় বিলাত গমন স্পৃহা এদেশীয়দের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি এক জন যুবক এই রূপ একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন:—"এক জন ভারতবর্ষীয় যুবকের ইংলণ্ড কি আমেরিকায় যাওয়ার ইচ্ছা। তিনি কোন ভদ্র লোকের ভৃত্য হইয়া গমন করিতে প্রস্তুত। তাহার অনেক সুখ্যাতি পত্র আছে, আবশ্যক হইলে তিনি তাহা দেখাইতে পারেন। তাহার ঠিকনা, ছুটুনাল, বাহাদুরগঞ্জ, সাজেহান পুর উ, প, অঞ্চল।"

—গত মঙ্গলবারের পূর্ব্ব মঙ্গলবারে বোম্বাইয়ের খোজা ষ্ট্রিটের মুসলমানেরা যুদ্ধে আহত ও পীড়িত তুরুস্কদের সাহায্যার্থে পাঁচ হাজার টাকা চান্দা সংগ্রহ করে।

—আমেরিকার ন্যায় যদি এ দেশে তামাক প্রস্তুত হয় তাহা হইলে আমাদের আর একটী অর্থ প্রস্রবণ উদ্ঘাটিত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট তামাকের উন্নতির নিমিত্ত বহু দিন হইতে যত্ন করিতেছেন এবং আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, গবর্ণমেণ্ট ইহাতে কতক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ত্রিহুতের অন্তর্গত পুসা নামক স্থানে গবর্ণমেণ্টের একটী তামাকের আবাদ আছে। আমেরিকায় যেরূপে তামাক প্রস্তুত হয় তথায় সেই রূপে তামাক প্রস্তুত করিয়া অনেক গুলি তামাকের পাতা বিলাতে পরীক্ষার্থে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই পাতা গুলিকে আমরিকান তামাকের ন্যায় দেখা যায়।

—কিজিল আরভাটে রুস ও তুর্কম্যানেদের সহিত যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহার সংবাদ পারস্য হইতে এক রূপ ও বার্লিন হইতে অন্য রূপ আসিয়াছে। পারস্য হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিয়াছি এবং তাহা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে রুশিয়ানেরা পরাস্ত হইয়া হটিয়া গিয়াছে। কিন্তু বার্লিনের সংবাদ এই যে, রুশিয়ানেরা ২৪শে মে কিজিল আরাভাটে ৬০০০ তুর্কম্যানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করে এবং নিকটবর্ত্তী সমুদয় খাঁরা রুশিয়ার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

—এ বৎসর এ রূপ উত্তাপ পড়িয়াছে যে সিমলাতেও সূর্য্যোত্তাপে এক জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং এক জন সূর্য্যোত্তাপে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে।

—রোমানিয়ায় যে সকল রুশ সৈন্য আছে শুনা যাইতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। এবং পীড়া কর্ত্তৃক বিস্তর সৈন্য মরিতেছে। এমন কি এক হাজার সৈন্যের মধ্যে ৫০০ কি ৬০০ ছয় শতের অধিক সুস্থ নাই। ডেনিউব নদীর উপত্যকায় এখন পর্য্যন্ত জ্বরের সময় উপস্থিত হয় নাই। তখন বোধ হয় শত২ রুশ সৈন্য পীড়িত হইয়া মারা পড়িবে। সুতরাং যদিও তুরস্কদের সৈন্য কম, কিন্তু রুশিয়ানেরা পীড়া কর্ত্তৃক হত হইয়া সম্ভবতঃ তাহাদের সংখ্যা তুর্কির সমান হইয়া দাঁড়াইবে। তুর্করা স্বদেশে যুদ্ধ করিতেছে এবং তাহারা রুশিয় সৈন্যদের ন্যায় সুরাপেয়ী নয় এবং এই জন্য পীড়ায় তাহাদিগকে তত কাতর করিতে পারিবে না।

—কয়েক বৎসর হইল ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ও ইষ্ট ইণ্ডি রেলওয়ের সহিত সংযোগ হইবার প্রস্তাবনা হয়; কিন্তু ব্যয় বাহুল্য ভয়ে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় না। এই প্রস্তাবের পুনরায় উত্থাপন হইয়াছে। ইষ্টার্ণ বেঙ্গাল রেলওয়ে কোম্পানি সিয়ালদহা হইতে বরাবর চিনা বাজারের কোন স্থানে তাহাদের রেলওয়ে বিস্তীর্ণ করিবেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি হাটখোলার নীচে গঙ্গা পার হইয়া তাহাদের সহিত মিশিবেন। ইহারা গাঙ্গার উপর একটী পুল স্থাপন করিবেন এবং পুলটী কোন্ স্থানে হইলে ভাল হয় তাহার জরিপ হইতেছে। এরূপ সংযোগে যে বিস্তর সুবিধা তাহা বলা বাহুল্য, তবে ইহাতে যে ব্যয় হইবে তাহা পোষাইবে কি না সন্দেহ।

—রুশিয়ান সংবাদ পত্রেরা এখন হইতেই কালনি লঙ্কা ভাগ আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারা বলিতেছে যে, রোমানিয়া রুশিয়াকে সাহায্য করাতে বিশেষ পুরস্কার পাইবার যোগ্য, অতএব বেসেরাবিয়ার কিয়ৎ অংশ তাহাকে দেওয়া হউক। কোন২ রুশিয়ান সংবাদ পত্র বলিতেছেন যে, অষ্ট্রিয়ার কতক অংশ রোমানিয়াকে দিলে ভাল হয়। রুশিয়ানেরা এখন পর্য্যন্ত তুরুস্ককে কিছু মাত্র দুর্ব্বল করিতে পারেন নাই, কিন্তু যদি প্রকৃতই তাহারা এই যুদ্ধে জয়ী হয় তাহা হইলে তাহাদের দম্ভের নিকট ইংরেজদের দম্ভও হারি মানিবে।

—বোম্বাই সংবাদ পত্র সকলে এই টেলিগ্রামটী প্রকাশিত হইয়াছে। "২৬শে জুন হঙ্গেরীয়ান পারলীয়ামেণ্টে তুর্কযুদ্ধ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হয়। অষ্ট্র-হাঙ্গেরি গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে তাহারা কোন অধিকার কিম্বা সৈন্য বৃদ্ধি করিবেন না, এবং বিদেশীয় রাজাকেও নিকটবর্ত্তী রাজ্য অধিকার দিবেন না। অর্থাৎ আষ্ট্রিয়ানেরা চুপ করিয়া রুসিয়ার পরিদর্শন করিবেন, তাহারা রুস কি তুর্ক কাহাকে সাহায্য করিবেন না, এবং যদি রুসিয়া তুর্কির কোন অংশ অধিকার করেন তাহা হইলে তাহারা তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন।

—ইজিপ্ত ও আবেসিয়ানায় বহু দিন হইতে যুদ্ধ চলিতেছিল। সম্প্রতি ইহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে।

—ইংরাজেরা বলেন যে, রুশেরা ভয়ানক উৎপীড়ন করিয়া ককেসাসের রাজ বিদ্রোহ দমন করার যত্ন করিতেছে, এবং রুশ সম্রাট যত দূর সম্ভব নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া ককেসাসবাসীদিগকে দমন করিতে আদেশ দিয়াছেন। রাজ বিদ্রোহ দমন করিতে পৃথিবীর সমস্ত রাজারাই নিষ্ঠুরাচরণ করেন, সেখানে রুশ সম্রাট কেন হয়, এই নিয়মের বিরুদ্ধ কাজ করিবেন না। তবে তিনি যে অন্যান্য রাজা অপেক্ষা অধিক নিষ্ঠুরাচরণ দেখাইতেছেন তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। রুশিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট যে এক জন দয়াশীল ধার্ম্মিক তাহা তাঁহার শত্রুরাও বলিয়া থাকেন।

—ইংলিশম্যান শুনিয়াছেন যে, হাবড়ার পাথুরিয়া কয়লার ব্যবসায়ীদের প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে অবিচার করিতেছেন তাহা সংশোধন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। হাবড়ার পুল হইলে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা নিয়ম করেন যে রাণীগঞ্জ কি অন্য কোন স্থান হইতে হাবড়াতে কয়লা আমদানি করিলেই উহা হাবড়ার পুল দিয়া কলিকাতা সহরে আনয়ন করা হউক আর না হউক, পুল দিয়া পার করিলে যত মাশুল দিতে হইত তাহা দিতে হইবে। হাবড়ার কয়লা ব্যবসায়ীরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া আবেদন করে, কিন্তু তাহাদের আবেদনে কোন ফলোৎপন্ন হয় না। যদি গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত এই অবিচার রহিত করেন তাহা হইলে কয়লার মূল্য শতকরা ৪ টাকা কমিয়া যাইবে।

খোকন্দ অধিকার করিয়া তথাকার লোকদিগকে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিতে নিষেধ করায় পেসোয়ারে বাণিজ্যের ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে।

—মান্দ্রাজের মুসলমানেরা সমান যত্ন সহকারে তুর্কি যুদ্ধের নিমিত্ত চান্দা উঠাইতেছেন। তাহারা এযাবৎ ১০০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া তুর্কিতে প্রেরণ করিয়াছেন।

—এবার রাঙ্গুনেও ভয়ানক দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা যাইতেছে। বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষে যে দরে চাউল বিক্রয় হয় এক্ষণ তথায় তাহা অপেক্ষা শত করা ১৮ টাকা বেশী দরে বিক্রয় হইতেছে।

—কাবুল হইতে সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, কুরামের গবর্ণর আমিরকে ৭০০০০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনি লিখিয়াছেন যে, তথায় সৈন্যদিগকে প্রত্যহ যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। গবর্ণর কতক গুলি কামান চাহিয়া পাঠান এবং আমীর সিয়াসাহেব নামক স্থান হইতে অনেক গুলি কামান পাঠাইয়াছেন। এই সকল কামান দ্বারা কুরাম গড় সজ্জীভূত হইবে।

—শুনা যাইতেছে পারস্য তুরস্কের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না। যদিও সাহার সহিত সুলতানের আন্তরিক সৌহৃদ্য নাই, কিন্তু সাহা বুঝিতেছেন যে, তুরস্কের যদি পতন হয় তাহা হইলে তাঁহার নিস্তার নাই, এই নিমিত্ত তিনি রুশিয়ার সহিত যোগ দিয়া তুরস্কের ক্ষতি করিবেন না।

—গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদের মধ্যে কে কাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা পর২ নিম্নে প্রকাশিত হইল। গবর্ণর জেনারেল অবশ্য সকলের উপরে, তৎপর (১) মান্দ্রাজের গবর্ণর; (২) বোম্বাইয়ের গবর্ণর; (৩) গবর্ণর জেনারেলের সভার সভাপতি; (৪) বাঙ্গলার লেঃ গবর্ণর; ৫ উ, প, অঞ্চলের লেঃ গবর্ণর; ৬ পঞ্জাবের লেঃ গবর্ণর; ৭ কমাণ্ডারিন চিফ যখন তিনি গবর্ণর জেনারেলর সভার সভ্য থাকেন; ৮ বাঙ্গলার চিফ জষ্টিস; ৯ কলিকাতার বিসপ; ১০ মান্দ্রাজ, বোম্বাই, ও উ, প, অঞ্চলের চিফ জষ্টিস; ১১ মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সৈন্যাধ্যক্ষ, যখন তাহারা গবর্ণরের সভার সভ্য থাকেন; ১২ গবর্ণর জেনারেলের সভার সাধারণ সভ্যগণ; ১৩ মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বিসব; ১৪ মান্দ্রাজ ও বোম্বাই গবর্ণরের সভার সাধারণ সভ্যগণ; ১৫ কমাণ্ডারিন চিফ যখন তিনি গবর্ণর জেনারেলের সভার সভ্য না থাকেন; (১৬) কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিগণ; (১৭) মান্দ্রাজ, বোম্বাই, ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের হাইকোর্টের বিচারপতিগণ; (১৮) মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সেনাপতি যখন তাহারা গবর্ণরের সভার সভ্য না থাকেন; (১৯) চিফ কমিশনারগণ ও হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট, (২০) মেজর জেনারলের উপরস্থ মিলিটারী আফিসরগণ; (২১) গবর্ণর জেনারেলের যে সভা কোন আইন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত উপবেশন করেন তাহার অতিরিক্ত সভ্যগণ।

—পারস্য হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, কিজিল অরিভাট নামক স্থানে রুশিয়ানেরা হারিয়া গিয়াছে এবং রুশিয়ানেরা যাহাতে আট্রেকের উপত্যকা ও তৎসন্নিহিত স্থান সকল অধিকার করিতে না পারেন তথাকার সমস্ত তুর্কম্যান জাতিরা তাহার বাধা দিতেছে। তুর্কম্যানেরা বলিতেছে যে তাহারা পারস্যের প্রজা এবং হয় তাহারা পারস্যের সাহা কিম্বা আফগানিস্থানের আমিরকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিবে, কিন্তু রুশিয়ার অধীনে তাহারা কখন থাকিবে না।

—আলবামা ঘটিত মকর্দ্দমায় ইংরেজেরা যে আমেরিকানদিগের নিকট ঠকিয়া যান তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। দাস ব্যবসায়ের সাহায্য করিয়া ইংরেজেরা যে গুরুতর পাপ করেন তাহার দণ্ড স্বরূপ আমেরিকান গবর্ণমেন্টকে তাহাদিগকে অনেক গুলি টাকা দণ্ড দিতে হয়। ইংরেজদের আলাবামা নামক জাহাজে আমেরিকানদের যে সক[illegible] এই টাকা দ্বার[illegible] তাহা [illegible] করহয়। কিন্তু ঐ ক্ষতি পূরণ হইয়া আমে[illegible]র হস্তে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা উদ্বর্ত্ত হ[illegible] ন্যায্যমত ইংরেজরা এই টাকা দাবি করিতে পারেন, কিন্তু আজ কাল তাহাদের যেরূপ দশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে তাহারা কাহাকেও চটাইতে সাহস করেন না, সুতরাং আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট বিনা ঝঞ্ঝাটে এই টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। ইংরেজেরা যেরূপ অর্থভক্ত তাহাতে আমেরিকান গবর্ণমেন্টের এই কার্য্যটি দেখিয়া তাহাদের বক্ষে শেল বসিয়াছে।

—বাঙ্গলার ন্যায় বোম্বাইয়েও প্রচুর পাট হইতেছে। যাহাতে পাটের আবাদ বিস্তৃত হয়, গবর্ণমেণ্ট সেই নিমিত্ত আদেশ দিয়াছেন যে, যে সকল জমিতে পাট আবাদ করিয়া লাভ না হয় তাহারা তাহার খাজানা রেহাই দিবেন। এই রূপ উৎসাহ পাওয়ায় বিস্তর লোকে পাট বুনিতেছে এবং পাটের আবাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।

—চিন রাজ্যের অন্তর্গত সান্টং এবং চিলি নামক স্থানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। শেষোক্ত স্থানে বিস্তর লোক অন্ন কষ্ট ও পীড়াতে মরিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে এটি বিশেষ লোমহর্ষণ ব্যাপার নহে।

—তুর্কির সুলতান নানারূপ কার্য্য দ্বারা দেখাইতেছেন যে, স্বদেশের জন্য তাঁহার কত মমতা। ইতি পূর্ব্বে তিনি নানা উপায়ে রাজ সংসারের ব্যয় সংক্ষেপ করেন। সম্প্রতি তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার যত ঘোড়া আছে সমুদয় বিক্রয় করিয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করা হউক। পৃথিবীতে এখন সুরতানের রাজত্ব প্রবল, নচেৎ তুর্কিরা যেরূপ নিঃস্বার্থতা, বীরত্ব, ও দেশ-হিতৈষিতা দেখাইতেছেন তাহাতে রুসিয়দিগের এত দিন দূর হইয়া যাওয়া উচিত ছিল।

পত্র প্রেকরের প্রতি।

রঙ্গপুর কুওরপুর হইতে এক জন স্কুলের সব ইনেস্পেক্টরের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। পত্র প্রেরকের ইচ্ছা যে, সব ইনেস্পেক্টর বাবু কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়া কুওরপুবাসীদিগের নিকট যশস্বী হন। পত্র প্রেরক সব ইনেস্পেক্টর বাবুর বিরুদ্ধে যে সমুদয় দোষারোপ করিয়াছেন, সুশিক্ষিত কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে তাহা অসম্ভব।

শ্রীনব গোপাল চট্টোপাধ্যায়,—লিখিয়াছেন বাবু চণ্ডীলাল সিংহ ও বাবু শারদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বৈচি ও মেমারির মধ্যে আলিপুর নামক স্থানে একটী নূতন রেলওয়ে ষ্টেশন সংস্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে।

অবৈতনিক সম্পাদক ঈশ্বর চন্দ্র শর্ম্মা—লিখিয়াছেন যে, হাওড়ার মধ্যে নাবলা গ্রামে একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়, গ্রন্থকার ও সম্বাদ পত্রের সম্পাদকদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

সহরবাসী —ইনি বাবু প্যারিমোহন মজুমদার নামক নলডাঙ্গার ভূতপূর্ব্ব চিকিৎসকের সুখ্যাতি করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয়ের ইতি পুর্ব্বেও অনেক সুখ্যাতি প্রকাশ হইয়াছে।

শ্রীহেরম্ব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী—লিখিয়াছেন যে দামুড়হুদা পোলিশ ষ্টেসনের এলেকায় একটি গোরুর একটি বাছুর হইয়াছে। তাহার সম্মুখে দুই খানি ও পশ্চাদ দিকে ৪ খানি পা হইয়াছে। পশ্চাদ হইতে ৪ খানি পা পৃথক২ হইয়া বাহির হইয়াছে। লেজ একটি, গুহ্যদ্বার দুইটী, মূত্র নির্গমের দ্বার দুইটী। এক সময় সম্বাদ পত্রে এই রূপ অদ্ভুত জন্মের বৃত্তান্ত বিস্তর থাকিত। লোকের রুচির পরিবর্ত্তনে কি অন্য কোন কারণে আমরা অনেক দিন হইতে এরূপ অদ্ভুত জন্মের কথা শুনি নাই। অতপর বাছুরটী জীবিত আছে কি মরিয়াছে পত্র প্রেরক আমাদিগকে সে সংবাদ দেন নাই।

শ্রী, লক্ষ্মীপুর—লিখিয়াছেন যে তথাকার মাজিস্ট্রেট অত্যাচার করেন, কিন্তু কি অত্যাচার করেন তাহা লিখেন নাই। এখন যেরূপ কাল উ[illegible] স্থিত ত[illegible] হাতে অনেকে মাজিস্ট্রেটের নাম শুনি[illegible] ভাবেন তিনি অত্যাচারী, আবার অনেক মাজিস্ট্রে[illegible] বিশ্বাস যে, তাহারা প্রজা যত শাসন করিতে পারি[illegible] ততই তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধিত হইবে। এরূপ প্রজা অথবা এরূপ হাকিম উভয় অনিষ্টকারী।

শ্রীঃ—রঙ্গপুর জেলার বড়বাড়ী মহকুমার মুন্সফকে রঙ্গপুরের জজ বেতাইন সস্পণ্ড করিয়াছেন। আবার তাহার নামে আর এক জন ১০০০ টাকা দাবির ডামেজ মকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। পত্র প্রেরক আমাদিগকে এ সম্বাদ প্রেরণ করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ বিপদ কালে এরূপ আমোদ করা হিন্দু চরিত্রের বিপরীত কার্য্য, এবং হিন্দু চরিত্রে এরূপ বিপরীত আকার ধারণের কারণ মুন্সেফ বাবু কি পত্র প্রেরকের চরিত্র গত দোষ ইহা আমরা জানি না।

বনগ্রামের ডিঃ মাজিস্ট্রেট বাবু চন্দ্র [illegible] বিরুদ্ধে আমরা এক খানি সুদীর্ঘ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। বাবু চন্দ্র [illegible] কুষ্টিয়ায় বদলি হইয়াছেন, সুতরাং আমরা পত্র প্রেরকের পত্র খানি প্রকাশ করার এখন আর তত প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। ফল তিনি [illegible] থাকিলেও আমরা পত্র প্রেরকের পত্র খানি বনগ্রামে [illegible] প্রকাশ না করিয়া তাহার যাহা বলিবার থাকে তাহা নদীয়ার মাজিস্ট্রেটের নিকট বলিতে পরামর্শ দিতাম।

বগুড়া দর্শকের পত্র খানি আমরা [illegible] প্রকাশ করিতে পারি না। যে বিষয়ের তদারক এখন সমাপ্ত হয় নাই সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আইন, ধর্ম্ম, ও [illegible] বিরুদ্ধ।

গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি বিপদাপন্ন দেশের বিখ্যাত পর দুঃখে দুঃখী দানশীল [illegible] ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নৈরাশ [illegible] ছেন। এবং পত্র প্রেরক এই নিমিত্ত আক্ষেপ ক[illegible] ছেন। তাহার আক্ষেপ শুনিয়া আমরা দুঃখিত হই[illegible] কিন্তু দানশীল ব্যক্তিরা দান না করিলে তাহার ন[illegible] চলে না এবং তাহাতে মনে যে ক্ষোভ উৎপত্তি তাহা মনে মনে রাখাই কর্ত্তব্য।

নড়াইল হইতে এক জন পত্র প্রেরক লিখিয়া যে সেখানে আজ কয়েক দিন অবধি আবদুলগণি না ১৬। ১৭ বৎসরের একটী যুবা উপস্থিত হইয়াছে। পরিচয় দিয়াছেন তিনি নাটোরের জমিদার রসিদ অ[illegible] চৌধুরি খাঁ বাহাদুরের পুত্র। তাহার পিতার সঙ্গে বি[illegible] সংক্রান্ত কোন গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় ইনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। পত্র প্রেরক জিজ্ঞাসু হ[illegible] ছেন, ইনি প্রকৃত মিয়া রসিদ আলি চৌধুরি বাহাদুরের পুত্র কি না?

মাণিক চাঁদ দে—চট্টগ্রাম হইতে পটীয়া এমেচিয়ার থিয়েটরের সুখ্যাতি করিয়া এক খানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। আমরা স্থানাভাবে পত্র খানি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে বোধ হইতেছে যে থিয়েটরটি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পত্র প্রেরক এই সুযোগে পটিয়া গ্রামে[illegible] ও বাবু উমাচরণ কাস্তগিরির সুখ্যাতি করিয়াছেন।

শ্রীঃ—কৃষ্ণনগরের এ, ভি, স্কুলের প্রধান শিক্ষ[illegible] বিরুদ্ধে যে পত্র প্রকাশ হয় পত্র প্রেরক ইহার প্র[illegible] বাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, গত বৎসরের পরীক্ষার ফলের সহিত ২। ৩ বৎসরের ফল তুলনা করিলে ইহাঁর দোষ গুণের পরীক্ষা হইবে। পত্র প্রেরকের মতে যে অবধি বর্ত্তমান শিক্ষক এই স্কুলের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তদবধি ইহার উন্নতি হইতেছে।

রাম শরণ দাস,—অনুগ্রহ করিয়া পষ্ট করিয়া পত্র লিখিবেন। আপনার পত্র খানি পড়িতে পারিলাম না।

এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দচন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।

...জনরব যে, প্রাসিয়ার সহিত রুসিয়ার একটি গোপনীয় বন্দবস্ত হইয়াছে এবং এই বন্দবস্ত পাকা করিবার নিমিত্ত গরটচ্যাকফ জারম্যানিতে গমন করিতেছেন। শুনা যায় যে এই রূপ বন্দবস্ত হইয়াছে যে, রুশিয়ার সম্মতি ক্রমে প্রুসিয়া হলাণ্ড রাজ্য অধিকার করিবেন, এবং রুশিয়া প্রুসিয়ার সম্মতি ক্রমে তুর্কি রাজ্যের কতক অংশ অধিকার করিবেন। এই জনরব কত দূর সত্য তাহা বলা যায় না। তবে রুসিয়া সৈন্য বালগেরিয়াতে যে স্থায়ীরূপে থাকিবে তাহা রুস সম্রাট স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রুশিয়ান সৈন্য যেমন বলগেরিয়া অধিকার করিতে থাকিবে তেমনি রুস সম্রাট তুর্ক কর্ম্মচারী সম্প্রদায়ের স্থানে বালগেরিয়ানদিগকে নিযুক্ত করিবেন। রুসেরা অগ্র হইতেই কাল নিমার লঙ্কা ভাগ আরম্ভ করিয়াছেন।

—এদিকে মুসলমানেরা খৃষ্টানদিগকে অত্যাচার করে এই ছলনা করিয়া রুশিয়েরা তুর্কি আক্রমণ করিয়াছেন এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান সকল রাজারা রুশিয়দিগের কার্য্যের অনুমোদন করিতেছেন, ওদিকে আবার রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী সিষ্টার অব চরিটি [৩ কনেক্টেন্টিনোপোলে উপস্থিত] হইয়াছেন। দের তুর্কিতে আসার উদ্দেশ্য যুদ্ধে আহত মুসলদিগের সাহায্য করা। অর্থাৎ যে ধর্ম্মের ছলনায় রুশিয়রা তুর্কির প্রতি অত্যাচার করিতেছেন, ধর্ম্মাবলম্বীরা আবার তুর্কির সাহায্য করিতেছেন। রা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইউরোপীয় জাতিদিগের সাধন এখনকার ধর্ম্ম, এবং বৈভব ও প্রভুত্ব দের উপাস্য দেবতা।

-একখানি চিন দেশীয় সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হই যে, কামগার অধিকার করিবার নিমিত্ত চিন টের এপর্য্যন্ত বিপুল অর্থ ও ২৫০,০০০ সৈন্য নষ্ট য়াছে।

—আলোপ্যাথি চিকিৎসা মতে ক্ষতর দুইটি প্রসিদ্ধ ধ আছে অর্থাৎ কারবলিক আসিড ও বাইসলফাইড কার্বন। ঝান্তেট অব পোটাসিয়ম নামক আর টী ঔষধ জার্ম্মেনীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

-বায়নাতে একখানি পূর্ব্বকালীয় পুস্তকের হস্ত প প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহাতে তিন শত বৎসর র্ব্ব ডেনমার্কে প্রতি দিন জল বায়ুর কিরূপ অবস্থা তাহার রেজিষ্টরি যত্নপূর্ব্বক সংকলিত রহিয়াছে।

—কিছু দিন হইল ইংলিশ গবর্ণমেন্ট রুসিয়ান সম্রাটকে যুদ্ধ সম্বন্ধে এক খানি কড়া চিটি লেখেন। তাহাতে তাঁহারা প্রকাশ করেন যে, রুসিয়া তুরুস্কের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া ঘোর অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। ইংলিশ গবর্ণমেন্ট আরো বলেন যে, সুয়েজ ক্যানাল প্রভৃতি স্থানে রুসিয়ানরা যদি যুদ্ধ করেন তাহা হইলে ইংরাজেরা বাধ্য হইয়া তুরস্কের সাহায্য করিবেন। প্রথম রুসিয়ান রাজ মন্ত্রি ইহার কোন উত্তর দেন না, কিন্তু সম্প্রতি উহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। মন্ত্রিবর লিখিয়াছেন যে, ইজিপ্তের সঙ্গে রুসিয়া যুদ্ধ করিবেন না, যদিও উক্ত রাজ্যে যুদ্ধ করার তাহার দাবি আছে। সুয়েজ ক্যানাল তিনি আদবে স্পর্শ করিবেন না, ডার্ডেনেলিসে তিনি যাইবেন কি না তাহা ইউরোপীয় রাজগণ সাব্যস্ত করিবেন, এবং কনষ্টান্টিনোপল তিনি নিজেও অধিকার করিবেন না এবং অন্য কোন ইউরোপীয় সম্রাটকেও অধিকার করিতে দিবেন না। রুসিয়ান মন্ত্রি সব কথা লিখিয়াছেন, কেবল একটি কথা লেখেন নাই। রুসিয়রা কনষ্টান্টিনোপল আক্রমণ করিবেন কি না এবং যদি তাহা লইতে পারেন তাহা হইলে উহা কিছু দিনের জন্য স্বহস্তে রাখিবেন কি না। বোধ হয় রুসিয়ার এরূপ কিছু মতলব আছে, নচেৎ রুসিয়া রাজ মন্ত্রি এ সম্বন্ধে স্পষ্ট উত্তর প্রদান করিতে।

—মিস ডেনলির মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইতে না হইতে ঢাকায় আর এক জন মেম অর এক গোলে পড়িয়াছেন। ইনি তাহার নিজে পত্রে সার্বিস ল্যাবেল ব্যবহার করেন। এই পত্র কলিকাতা ডাক ঘরে ধরা পড়ে। মেম সাহেবের নাম মিসস আলেন। ইহার স্বামী ঢাকার ষ্ট্যাম্প আফিসর। মেম সাহেব বলিতেছেন যে, তিনি তাহার চাকরকে ষ্ট্যাম্প ক্রয় করিয়া তাহার পত্রে লাগাইয়া দিতে বলেন। তাহার চাকর একটী বাক্সওয়ালার নিকট হইতে ষ্ট্যাম্প ক্রয় করিয়া পত্রে লাগাইয়া দেয়, তিনি ইহার কিছু জানেন না। মিস ডনেলিও এই রূপ চাকরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াছিলেন, কিন্তু সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ হয় যে চাকর বেচারী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

—এক খানি চিন সম্বাদ পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, উকিলদিগের ব্যবসায় মকর্দ্দমা বাধান এবং এক জন উকীল এক খানি মিথ্যা আর্জি মুসাবিদা করাতে চীন গবর্ণমেন্ট তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত করিয়াছেন, তাহার শরীর দগ্ধ করিয়া উহাতে কলঙ্কের চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে, এবং হুকুম হইয়াছে যে সে এক শত ঘুশি খাইবে। আমাদের দেশের আজ কাল যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে এরূপ আইন প্রচলিত হইলে মন্দ হয় না।

—গত বৎসরে ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, শ্যাম, মালায় এবং সিংহল প্রভৃতি স্থানে ১০৩৪ ব্যক্তি রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

—রুশিয়ানেরা খৃষ্টান সুতরাং সভ্য, এবং তুরুস্ক ও সারকেসিয়ানেরা মুসলমান সুতরাং অসভ্য। কিন্তু এই সুসভ্য খৃষ্টানেরা মুসলমানদিগের প্রতি এবং এই অসভ্য মুসলমানেরা আহত খৃষ্টানদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহা এক জন ইংরেজ স্বচক্ষে দেখিয়া এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—"আমি অদ্য (৩রা জুন) এই মুহূর্ত্ত সুকম ক্যালে হইতে ব্যাটমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। আমি দেখিলাম যে, তুরুস্কেরা ককেসাসে বিলক্ষণ উন্নতি করিতেছে। তাহাদের সত্বর পটি পর্য্যন্ত পৌছনের সম্ভাবনা। সুকম ক্যালের দক্ষিণে ২২ মাইল এবং উত্তরে চল্লিশ মাইল স্থান তাহারা অধিকার করিয়াছে। ২৯শে মে রুশিয়ানেরা সুকাম ক্যালের ১৬ মাইল দক্ষিণ জিবাল নামক স্থান অধিকার করে। চাকার পাসার অধীনে এক হাজার তুরুস্ক সৈন্য বিস্তর রুসিয়ান সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। রুশিয়ানেরা হটিয়া যায় এবং তাহারা যে সে গ্রাম দিয়া চলিয়া যায় তথাকার সমস্ত খাদ্য দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলে। তাহারা অনেক গুলি রুশ সৈন্য হত ও আহত অবস্থায় ফেলিয়া যায় এবং জিবালের জঙ্গলে বিস্তর রুশ সৈন্য মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ৩০শে মে তারিখে ফাজিল পাসা ও আডমিরাল হোসেন পাসা কতক গুলি তুরুস্ক ও ৬৭০ শত সারকেসিয়ান সৈন্য সহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে চামচুরা নামক স্থানে উপস্থিত হন। তাহারা কোদর নদির নিকট আড়াই হাজার রুস সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। রুশিয়ানেরা দেড় শত হত ও তিনি শত আহত সৈন্য সমর ক্ষেত্রে ফেলিয়া হটিয়া যায়। তুর্কিদের পক্ষে অতি অল্প লোকই মরে। যুদ্ধের পর সারকেসিয়ানেরা যুদ্ধের স্থান হইতে হত ও আহত সারকেসিয়ানদিগকে লইয়া আসে। আমি ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমি শুনিলাম যে, রুশিয়ানেরা শত্রু হস্তে পতিত হয় এই ভয়ে তাহাদিগের প্রাণ নষ্ট করিয়া চলিয়া যায় এবং অনেককে কোদর নদীর গর্ভে নিঃক্ষেপ করে। তুর্কিরা আহত রুশ সৈন্যদিগকে যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতেছে, কিন্তু রুশিয়ানেরা যে কোন গ্রামে প্রবেশ করিতেছে তথাকার বালক বালিকা পর্য্যন্ত হত করিতেছে।"

—ফরিদপুরের মধ্যে মান্দারিপুর মহকুমাতে নাগর পাড়া, রালিশ্বর এবং বালিকুড়া প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রামে প্রজা বিদ্রোহী হওয়াতে লেফটেনেন্ট গবর্ণর সেখানে আর ছয় মাসের নিমিত্ত অতিরিক্ত এক দল পোলিস কর্ম্মচারী নিযুক্ত করার আজ্ঞা দিয়াছেন।

—পূর্ব্বের নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ ২১ বৎসর বয়সে আগামী বৎসর সিবিল সরর্বিস সম্বন্ধে শেষ পরীক্ষা হইবে। তাহার পর আর ২১ বৎসর বয়সে পরীক্ষা হইবে না। তাহার পর যত পরীক্ষা হইবে সে ১৯ বৎসরে হইবে।

—লেফটেনেন্ট গবর্ণর ৯ই জুলাই তারিখে দার্জিলিং পরিত্যাগ করিয়া ১০ই তারিখে জলপাইগুড়ি এবং আত্রাই নামক স্থানে আগমন করিবেন। ১১ই তারিখে বেন্টাসে আরোহণ করিয়া ১৪ই তারিখে ময়মানসিংহে পৌঁছিবেন। ১৬ই তারিখে ঢাকা পৌঁছিবেন। ১৮ই তারিখে সেখানে দরবার হইবে। ২২শে তারিখে কুমিল্লায় গমন করিবেন। ২৪শে তারিখে তিনি কাউসকাদি পরিত্যাগ করিয়া ২৫ তারিখে বাখরগঞ্জে পঁাছিবেন।

—দুই মাস অতীত হইল, বাবু অধর লাল সেন নামক মুঙ্গেরের জনৈক ৪৪ বৎসর বয়স্ক মোক্তার খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই তাহাতে যার পর নাই সন্তোষ প্রকাশ করেন, কিন্তু বিগত ১৭ই জুনের মিরারে তাঁহার লিখিত পত্র পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে, তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন যে, "ধর্ম্ম উপার্জ্জনে আমি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বাইবেল অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি, এবং ডাক্তার ডফ সাহেব আমাকে বুঝাইয়া দেন যে, প্রভু যিশু—ঈশ্বরের সন্তান—আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, তিনিই কেবল জগতকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন। কিন্তু এক্ষণে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, যিশু ত্রাণকর্ত্তা বা ঈশ্বর নহেন, আমি ভ্রমবশতঃ খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম; এক্ষণে সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাপনার্থ লিখিতেছি যে উক্ত ধর্ম্ম আমি পরিত্যাগ করিলাম।"

—প্রতিকার পত্রিকা লিখিয়াছেন, গত সপ্তাহে শ্রীযুক্ত বাবু রাম কুমার ভট্টাচার্য্য নামক এক জন ভদ্র লোক আমাদের কার্য্যালয়ে আসিয়াছিলেন। আলাপ করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের দেশের যথার্থ এক জন হিতৈষী ব্যক্তি। রাম কুমার বাবুর সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ জ্ঞান আছে। পাঠকগণ অবগত আছেন, আমাদের দেশ হইতে আসাম প্রভৃতি প্রদেশে বৎসর২ বহু সংখ্যক কুলি গমন করিয়া থাকে। যেরূপে প্রতারিত হইয়া তাহারা উল্লিখিত প্রদেশে গমন করে, এবং শেষে যেরূপ কষ্টকর অবস্থায় নীত হয়, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। রাম কুমার বাবু প্রতি জেলার প্রতি গ্রামে তৎ সমুদায় বর্ণনা করিয়া বেড়াইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। ইনি স্বয়ং আসামে গিয়া কুলিদিগের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। ইনি বঙ্গ দেশের এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া কুলিদিগকে কি প্রকারে ভুলাইয়া লইয়া যায়, তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বে মুরশিদাবাদ হইতে কুলি যাইত না, কিন্তু এক্ষণে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। রামপুরহাটে বিস্তর রেজেষ্টরী হইতেছে এবং নিজ বহরমপুরেও এক জন কুলি সংগ্রাহক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহার যত্নে অনেক গুলি বেচারী ভ্রমে পড়িয়া মারা যাইবে, সুতরাং এক্ষণ হইতে এখানকার লোকের সতর্ক হওয়া উচিত, নচেৎ একবার ফাঁদে পা দিলে আর রক্ষা থাকিবে না।

—মধ্য আসিয়ায় রুশিয়ানের প্রবল হওয়ায় ইংরেজদের বাণিজ্য বিষয়ে ক্ষতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আজ তিন চারি বৎসর হইতে পেশোয়ারের বাণিজ্যের হ্রাস হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্ট ইহার অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে যে, রুশিয়ানের